أَكْذُوبَةُ الزَّمَانِ

فِي مَسْأَلَةِ خَلْقِ الْقُرْآنِ

لِتَشْوِيهِ سُمْعَةِ الإِمَامِ النُّعْمَانِ

"কুরআন সৃষ্টি" মাসআলায় ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে

ঐতিহাসিক মিথ্যাচার



আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

সূচীপত্রঃ

- ভুমিকা / ৫
- অভিযোগটির উৎপত্তি এবং আবু নুআইম দিরার ইবনে সুরাদের পরিচয় /৭
- বিভিন্ন মুহাদ্দিস কর্তৃক অভিযোগটির বর্ণনা /৮
- ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা /৮
- ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগটির প্রতিবাদ /৮
- ইমামগণের সম্মান রক্ষা এবং গবেষণায় আমানতদারির গুরুত্ব /৮

- ইমাম আবু হানীফার প্রতি ‘কুরআন সৃষ্ট’ মতবাদ আরোপকারী বর্ণনাকারীগণ /১০
  ১. ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগটি যাঁরা বর্ণনা করেছেন /১০
  ২. কুরআন আল্লাহর কালাম, সৃষ্ট নয়—আকীদাগত বক্তব্য /১০
  ৩. ইমাম আবু ইউসুফের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ /১১
  ৪. ইমাম আল-খুরাইবীর প্রতিবাদ /১২
  ৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের বক্তব্য /১২
  ৬. ইমাম লালাকাঈ বর্ণিত ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যদের বক্তব্য /১৩
  ৭. ডক্টর আল-কাহতানীর গবেষণামূলক মন্তব্য /১৫
  ৮. ‘কুরআন সৃষ্ট’ মতবাদের প্রথম প্রবক্তা কে? /১৬
  ৯. সহীহ বুখারীর সংকলক ইমাম বুখারীর ‘খালকু আফআলিল ইবাদ’ গ্রন্থের বর্ণনা /১৬
  জা‘দ ইবনে দিরহাম সম্পর্কে পরবর্তী বর্ণনা /১৭
  ১০. কুরআন সৃষ্ট হওয়ার মতবাদ সম্পর্কে প্রাচীন ইমামগণের কঠোর বক্তব্য/১৮
- জা‘দ ইবনে দিরহাম (মৃত্যু ১২৪ হিজরী) /২০
- জা‘দের মতবাদের উৎস ও পরবর্তী প্রচারকগণ /২১
- জাহম ইবনে সফওয়ান এবং পরবর্তী মতবাদ প্রচারকগণ /২১
- দামিশক থেকে কূফায় জা‘দের পলায়ন /২২
- ঈদুল আযহার দিন জা‘দ ইবনে দিরহামের হত্যাকাণ্ড /২২
- হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট /২৩
- ঘটনাটির অন্যান্য ঐতিহাসিক উৎস /২৩
- ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহর সঙ্গে জা‘দ ইবনে দিরহামের আলোচনা /২৩
- জা‘দ ইবনে দিরহামের পরিণতি /২৪

ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে 'কুরআন সৃষ্ট' মতবাদ আরোপকারী বর্ণনাসমূহের বিস্তারিত পর্যালোচনা

১. ইমাম বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরী): আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থের বর্ণনা /২৫

- ইমাম বুখারীর 'খালকু আফআলিল ইবাদ' গ্রন্থে অভিযোগটির বর্ণনা /২৭
- লেখকের মূল্যায়ন /২৭

২. আবু যুরআ আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ২৮১ হিজরী): তাঁর ইতিহাসগ্রন্থের বর্ণনা /২৮

৩. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বলের (মৃত্যু ২৯০ হিজরী) প্রতি সম্বন্ধিত 'কিতাবুস সুন্নাহ' গ্রন্থের বর্ণনাসমূহ /২৯

- ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের নামে বর্ণিত অভিযোগসমূহ /৩২

৪. ইমাম উকাইলী (মৃত্যু ৩২২ হিজরী): আদ-দুআফাউল কাবীর গ্রন্থের বর্ণনা /৩৭

৫. ইমাম খতীব আল-বাগদাদী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী): অভিযোগ ও তার বিপরীত বর্ণনা /৩৭

- ইমাম আবু হানীফাকে তাওবা করতে বাধ্য করার অভিযোগ /৪০
- ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে তাঁর উস্তাদ ইমাম হাম্মাদের সম্পর্ক এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত অপবাদের অসারতা /৫০
- কুরআন সৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার প্রতি আরোপিত অভিযোগ সম্পর্কে সামগ্রিক মন্তব্য /৫৮

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى، وَسَلَامٌ عَلَى الَّذِينَ اصْطَفَى.

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, আর তিনিই যথেষ্ট। তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

ইমামে আযম আবু হানীফার বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক অপবাদ

নিশ্চয়ই এটি একটি ঐতিহাসিক মিথ্যাচার এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক অপবাদ, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মহান ইমাম, ইমামে আযম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিরুদ্ধে আরোপ করা হয়েছে। সেই অপবাদ হলো, তিনি নাকি বলেছেন:

الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ

‘‘কুরআন সৃষ্ট।’’

অথচ তিনি এমন এক মহান ইমাম, যিনি নিজের সমগ্র জীবন দ্বীনের খিদমতে অতিবাহিত করেছেন। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ, সওয়াবের প্রত্যাশী, কষ্টসহিষ্ণু, দানশীল, আলিম, শিক্ষক, মুহাদ্দিস, হাফিয, ফকীহ, ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ, ইবাদতগুযার, দুনিয়াবিমুখ, সত্যের পথে সংগ্রামী এবং দ্বীনের সাহায্যকারী।

তিনি সরকারি চাকরি ও উচ্চপদ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত নিন্দা-সমালোচনা কিংবা প্রশংসা ও মর্যাদার আলোচনায় বিভ্রান্ত না হয়ে দ্বীনের খিদমতে অবিচল ছিলেন। অবশেষে তিনি শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন।

এমন একজন মহান ইমামের বিরুদ্ধে ‘কুরআন সৃষ্ট’ বলার অভিযোগ আরোপ করা নিঃসন্দেহে একটি বেদনাদায়ক ঐতিহাসিক অপবাদ।

এ অপবাদের ফলে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ

এটি এমন এক ঐতিহাসিক মিথ্যাচার ও বেদনাদায়ক অভিযোগ, যা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং পারস্পরিক আস্থাহীনতার জন্ম দিয়েছে।

وَلَدَتِ الْفُرْقَةَ وَالْبُغْضَ وَالْكَرَاهِيَةَ وَعَدَمَ الثِّقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، بَدَأَ بِهَا الْبَعْضُ الْكَذَّابُ، وَرَوَاهَا الْبَعْضُ الثِّقَاتُ.

‘‘এ অপবাদ মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। কতিপয় মিথ্যাবাদী ব্যক্তি এর সূচনা করেছিল, আর পরবর্তীকালে কিছু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও তা বর্ণনা করেছেন।’’

মুসলিম উম্মাহ আজও এ অভিযোগের কারণে কষ্ট ভোগ করছে। এর ফলে একদল মুসলমান অপর দলকে ফাসিক এবং এমনকি কাফির আখ্যায়িত করছে।

অভিযোগটির উৎপত্তি এবং আবু নুআইম দিরার ইবনে সুরাদের পরিচয়

কূফার অধিবাসী আবু নুআইম দিরার ইবনে সুরাদ এ মিথ্যা অভিযোগটি তৈরি করেছিলেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন তাঁকে মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:

مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

‘‘তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত।’’

ইমাম নাসাঈ অন্যত্র বলেছেন:

لَيْسَ بِثِقَةٍ

‘‘তিনি নির্ভরযোগ্য নন।’’

হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ আল-কাব্বানী বলেছেন:

تَرَكُوهُ

‘‘মুহাদ্দিসগণ তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন।’’

ইমাম আবু হাতিম বলেছেন:

صَدُوقٌ، صَاحِبُ قُرْآنٍ وَفَرَائِضَ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ.

‘‘তিনি সত্যবাদী, কুরআন ও মীরাসশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর হাদীস লিখে রাখা যেতে পারে, তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।’’

তিনি আরও বলেছেন:

‘‘তিনি মু‘তামির থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে কোনো কোনো সাহাবীর বিশেষ ফযীলতসংক্রান্ত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিরা অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।’’

ইমাম হাকিম আবু আহমদ বলেছেন:

لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ

‘‘মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে তিনি শক্তিশালী রাবী নন।’’

ইমাম দারাকুতনী বলেছেন:

ضَعِيفٌ

‘‘তিনি দুর্বল রাবী।’’

বিভিন্ন মুহাদ্দিস কর্তৃক অভিযোগটির বর্ণনা

ইমাম বুখারী তাঁর একাধিক গ্রন্থে এ অভিযোগসংক্রান্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে আবু যুরআ আদ-দিমাশকী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পুত্র আবদুল্লাহ (যদি নিসবত প্রমাণিত হয়), ইমাম উকাইলী, খতীব আল-বাগদাদী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসও তা বর্ণনা করেছেন।

পরবর্তী যুগের কিছু নির্বোধ ব্যক্তি এসব বর্ণনার ওপর নির্ভর করে মুসলমানদের ফাসিক ও কাফির আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে।

فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

‘‘নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।’’

ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা

ইমাম আবু হানীফার মতো একজন মহান ইমাম সম্পর্কে কোনো অভিযোগ বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গবেষণাগত সতর্কতা, প্রমাণ গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানে পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা এবং যথাযথ সম্মান ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা আবশ্যক ছিল।
এক্ষেত্রে গোঁড়ামি, পক্ষপাতিত্ব ও একগুঁয়েমি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা প্রয়োজন।
একজন পরিচিত মিথ্যাবাদী রাবীর বর্ণনার ওপর নির্ভর করা বহু প্রশ্নের জন্ম দেয়।
এ ধরনের অভিযোগের কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এক ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক ফিতনার সৃষ্টি হয়েছে। এক হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে উম্মাহ যার যন্ত্রণা ভোগ করে আসছে।

ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগটির প্রতিবাদ

ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম আল-খুরাইবী এবং ইমাম আবু হানীফার শিষ্যগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।
অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আল-লালাকাঈ, ইমাম ইবনে আবদিল বার, ইমাম যাহাবীসহ আরও বহু মনীষী এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে লেখক উল্লেখ করেছেন।

এমনকি বর্তমান যুগের সালাফী আলিমগণের মধ্যেও অনেকে এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ডক্টর আল-কাহতানীও كِتَابُ السُّنَّةِ গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ইমামগণের সম্মান রক্ষা এবং গবেষণায় আমানতদারির গুরুত্ব

এ ধরনের গবেষণাগত বিশ্বাসভঙ্গের পুনরাবৃত্তি কখনোই কাম্য নয়।

আমাদের মহান ইমামগণ আমাদের দ্বীনের আলোকবর্তিকা। ফকীহ ও মুহাদ্দিস—সকল ইমামই পূর্ণ সম্মান, মর্যাদা ও সহনশীল আচরণ পাওয়ার অধিকারী।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

‘‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহু স্তরে উন্নীত করবেন।’’ আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত ১১।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন:

أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ.

‘‘আমরা যেন মানুষকে তাদের যথাযথ মর্যাদা অনুযায়ী স্থান দিই।’’ [1]

অতএব মহান ইমামগণের পারস্পরিক মতভিন্নতা এবং তাঁদের সম্পর্কে বর্ণিত ঐতিহাসিক অভিযোগসমূহ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যথাযথ সম্মান, নিরপেক্ষতা, সততা ও গবেষণাগত আমানতদারি বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন।

ইলমে শরীফের খাদিম
আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা
যুক্তরাষ্ট্র
১৮ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

[1] أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ—‘‘মানুষকে তাদের যথাযথ মর্যাদা অনুযায়ী স্থান দেওয়া।’’ বর্ণনাটি ইমাম আবু ইয়ালা, ইমাম আবু নুআইম এবং ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু হানীফার প্রতি 'কুরআন সৃষ্ট' মতবাদ আরোপকারী বর্ণনাকারীগণ

الَّذِينَ رَوَوْا أَكْذُوبَةَ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ

১. ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগটি যাঁরা বর্ণনা করেছেন

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'কুরআন সৃষ্ট' বলেছেন মর্মে যে অভিযোগ প্রচারিত হয়েছে, সেই মিথ্যা অপবাদ যাঁরা নিজেদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

1. ইমাম বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরী): তিনি তাঁর التَّارِيخُ الْكَبِيرُ (আত-তারীখুল কাবীর) এবং خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ (বান্দার কর্মসমূহের সৃষ্টি) গ্রন্থে এ-সংক্রান্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

2. ইমাম আবু যুরআ আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ২৮১ হিজরী): তিনি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ التَّارِيخُ-এ এ অভিযোগসংক্রান্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

3. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পুত্র আবদুল্লাহ (মৃত্যু ২৯০ হিজরী): তাঁর নামে প্রচলিত كِتَابُ السُّنَّةِ (কিতাবুস সুন্নাহ) গ্রন্থে এ অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে—যদি গ্রন্থটির তাঁর প্রতি সম্বন্ধিত হওয়া বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়। অথচ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল নিজেই এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

4. ইমাম উকাইলী (মৃত্যু ৩২২ হিজরী): তিনি الضُّعَفَاءُ الْكَبِيرُ (দুর্বল রাবীদের বৃহৎ জীবনীসংকলন) গ্রন্থে এ অভিযোগ উল্লেখ করেছেন এবং এর মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট আলোচনা শুরু করেছেন।

5. ইমাম খতীব আল-বাগদাদী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী): তিনি তাঁর تَارِيخُ بَغْدَادَ (বাগদাদের ইতিহাস) গ্রন্থের দীর্ঘতম জীবনী-আলোচনাগুলোর অন্যতম অংশে এ অভিযোগ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ইমাম আবু হানীফার প্রতি অভিযোগটির সম্বন্ধ অস্বীকারকারী বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন।

২. কুরআন আল্লাহর কালাম, সৃষ্ট নয়—আকীদাগত বক্তব্য

আল-আকীদাতুত তাহাবিয়্যার বক্তব্য

وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ.

"নিশ্চয়ই কুরআন মহান আল্লাহর কালাম। এটি তাঁরই পক্ষ থেকে এসেছে, কীভাবে তা উচ্চারিত হয়েছে—এর ধরন নির্ধারণ ছাড়াই। তিনি তা ওহী হিসেবে তাঁর রাসূলের ওপর অবতীর্ণ করেছেন।

মুমিনগণ সত্য ও যথার্থভাবে একে বিশ্বাস করেছেন এবং দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হয়েছেন যে, কুরআন প্রকৃত অর্থেই মহান আল্লাহর কালাম, এটি সৃষ্ট নয়।" [2]

আল-ফিকহুল আকবারের বক্তব্য

وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبٌ، وَفِي الْقُلُوبِ مَحْفُوظٌ، وَعَلَى الْأَلْسُنِ مَقْرُوءٌ، وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُنَزَّلٌ، وَلَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ، وَكِتَابَتُنَا لَهُ مَخْلُوقَةٌ، وَالْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ.

"কুরআন মহান আল্লাহর কালাম। তা মুসহাফসমূহে লিখিত, অন্তরসমূহে সংরক্ষিত, জিহ্বাসমূহে পঠিত এবং নবী করীম ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ।

কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে আমাদের উচ্চারণ-ক্রিয়া সৃষ্ট, কুরআন লেখার ক্ষেত্রে আমাদের লেখন-ক্রিয়াও সৃষ্ট; কিন্তু কুরআন নিজে সৃষ্ট নয়।" [3]

৩. ইমাম আবু ইউসুফের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ

ইমাম আবু হানীফার অন্যতম প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (মৃত্যু ১৮২ হিজরী) এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

ইমাম বায়হাকী আশ-শাফিঈ (মৃত্যু ৪৫৮ হিজরী) তাঁর الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ গ্রন্থে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন এবং এর রাবীগণকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

٥٥٠ -وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّقَّاقِ بِرِوَايَتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الْهَمَذَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الرَّازِيِّ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَابِقٍ، يَقُولُ :سَأَلْتُ أَبَا يُوسُفَ، فَقُلْتُ :أَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ؟ قَالَ :مَعَاذَ اللَّهِ، وَلَا أَنَا أَقُولُهُ، فَقُلْتُ :أَكَانَ يَرَى رَأْيَ جَهْمٍ؟ فَقَالَ :مَعَاذَ اللَّهِ وَلَا أَنَا أَقُولُهُ .رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

মুহাম্মদ ইবনে সাবিক বলেন:

"আমি ইমাম আবু ইউসুফকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইমাম আবু হানীফা কি বলতেন যে, কুরআন সৃষ্ট?'

তিনি বললেন:

مَعَاذَ اللَّهِ، وَلَا أَنَا أَقُولُهُ.

'আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি! তিনি এমন কথা বলতেন না এবং আমিও এমন কথা বলি না।'

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কি জাহমের মতবাদ পোষণ করতেন?'

তিনি বললেন:

مَعَاذَ اللَّهِ وَلَا أَنَا أَقُولُهُ.

---

[2] ইমাম আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তাহাবী আল-হানাফী (মৃত্যু ৩২১ হিজরী), الْعَقِيدَةُ الطَّحَاوِيَّةُ (আত-আকীদাতুত তাহাবিয়্যাহ), কুরআন আল্লাহর কালাম এবং সৃষ্ট নয়—সংক্রান্ত আলোচনা।

[3] ইমাম আবু হানীফা নু'মান ইবনে সাবিত (মৃত্যু ১৫০ হিজরী)-এর প্রতি সম্বন্ধিত الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ (আল-ফিকহুল আকবার), কুরআনসংক্রান্ত আকীদার আলোচনা।

‘আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি! তিনি এমন মতবাদ পোষণ করতেন না এবং আমিও তা পোষণ করি না।’

বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। [4]

৪. ইমাম আল-খুরাইবীর প্রতিবাদ

ইমাম আবু হানীফার শিষ্য ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ আল-খুরাইবী (মৃত্যু ২১৩ হিজরী) এ ধরনের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইমাম ইবনে আবদিল বার আল-মালিকী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী) তাঁর الِانْتِقَاءُ গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ وَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيَّ يَوْمًا، وَقِيلَ لَهُ :يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ مُعَاذًا يَرْوِي عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ :اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ.

‘‘একদিন আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ আল-খুরাইবীর কাছে বলা হলো:

‘হে আবু আবদির রহমান! মু‘আয, সুফইয়ান আস-সাওরী থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু হানীফাকে দুবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।’’’

তখন তিনি বললেন:

هَذِهِ وَاللَّهِ كَذِبٌ، قَدْ كَانَ بِالْكُوفَةِ عَلِيٌّ وَالْحَسَنُ ابْنَا صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، وَهُمَا مِنَ الْوَرَعِ بِالْمَكَانِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يُفْتِي بِحَضْرَتِهِمَا، وَلَوْ كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ مَا رَضِيَا بِهِ، وَقَدْ كُنْتُ بِالْكُوفَةِ دَهْرًا فَمَا سَمِعْتُ بِهَذَا.

‘‘আল্লাহর শপথ! এটি মিথ্যা কথা।

কূফায় আলী ও হাসান নামে সালিহ ইবনে হাইয়ের দুই পুত্র বসবাস করতেন। তাঁরা পরহেযগারির এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, যার তুলনা পাওয়া কঠিন।

অথচ আবু হানীফা তাঁদের উপস্থিতিতেই ফতোয়া প্রদান করতেন।

তাঁর মধ্যে যদি এ ধরনের কোনো বিষয় থাকত, তাহলে তাঁরা কখনো তা মেনে নিতেন না।

আমি নিজেও দীর্ঘকাল কূফায় অবস্থান করেছি, কিন্তু এ ধরনের কোনো ঘটনার কথা কখনো শুনিনি।’’ [5]

৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের বক্তব্য

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃত্যু ২৪১ হিজরী) থেকেও অভিযোগটি প্রমাণিত না হওয়ার বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম যাহাবী বলেন:

---

[4] ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী আশ-শাফিঈ (মৃত্যু ৪৫৮ হিজরী), الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ(মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি), বর্ণনা নম্বর ৫৫০।

[5] ইমাম আবু উমর ইউসুফ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আবদিল বার আল-মালিকী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী), الِانْتِقَاءُ فِي فَضَائِلِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْفُقَهَاءِ (তিন মহান ফকীহ ইমামের ফযীলত), পৃষ্ঠা ১৫০।

قَالَ ابْنُ كَاْسٍ :ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ :لَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ.

"আবু বকর আল-মারওয়াযী বলেন, আমি আবু আবদিল্লাহ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি:

'আমাদের কাছে এটি প্রমাণিত হয়নি যে, ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, কুরআন সৃষ্ট।'"

বর্ণনাকারী বলেন:

فَقُلْتُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَنْزِلَةٍ!

"তখন আমি বললাম, 'আলহামদুলিল্লাহ! হে আবু আবদিল্লাহ, ইলমের ক্ষেত্রে তাঁর তো অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা রয়েছে!'"

ইমাম আহমদ বললেন:

سُبْحَانَ اللَّهِ !هُوَ مِنَ الْعِلْمِ، وَالْوَرَعِ، وَالزُّهْدِ، وَإِيثَارِ الدَّارِ الْآخِرَةِ بِمَحَلٍّ لَا يُدْرِكُهُ فِيهِ أَحْمَدُ، وَلَقَدْ ضُرِبَ بِالسِّيَاطِ عَلَى أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ لِأَبِي جَعْفَرٍ فَلَمْ يَفْعَلْ.

"সুবহানাল্লাহ!

ইলম, পরহেযগারি, দুনিয়াবিমুখতা এবং আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, যে মর্যাদায় আহমদও পৌঁছতে পারেনি।

আবু জাফরের শাসনামলে তাঁকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করার জন্য চাবুক দিয়ে প্রহার করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।" [6]

৬. ইমাম লালাকাঈ বর্ণিত ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যদের বক্তব্য

ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ আল-লালাকাঈ আশ-শাফিঈ (মৃত্যু ৪১৮ হিজরী) তাঁর شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ গ্রন্থে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম বর্ণনা: জাহমের মতবাদ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য

٤٧٢ -وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ :أَخْبَرَنَا مُكْرَمٌ، وَقَالَ :حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُقَاتِلٍ يَقُولُ :سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ :ذُكِرَ جَهْمٌ فِي مَجْلِسِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ :مَا يَقُولُ؟ قَالُوا :يَقُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ .فَقَالَ :﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾.

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন:

"একবার ইমাম আবু হানীফার মজলিসে জাহমের আলোচনা করা হলো।

6

- ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আয-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সূত্রে ইমাম আবু হানীফার মর্যাদা এবং তাঁর বিরুদ্ধে কুরআন সৃষ্ট বলার অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ার বর্ণনা।
- খতীব আল-বাগদাদী, تَارِيخُ بَغْدَادَ, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩৮৪—ডক্টর আল-কাহতানীর উদ্ধৃতি অনুযায়ী।

ইমাম আবু হানীফা জিজ্ঞেস করলেন, ‘সে কী বলে?’
উপস্থিত ব্যক্তিরা বললেন, ‘সে বলে, কুরআন সৃষ্ট।’

তখন ইমাম আবু হানীফা পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন:

﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾

‘তাদের মুখ থেকে বের হওয়া কথাটি কতই না ভয়াবহ! তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।’’’ (সূরা আল-কাহফ, ১৮:৫) [7]

দ্বিতীয় বর্ণনা: ইমাম আবু ইউসুফের বক্তব্য

٤٧٣ -أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ :أَخْبَرَنَا مُكْرَمٌ قَالَ :حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ :سَمِعْتُ بَشَّارًا الْخَفَّافَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ :مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَحَرَامٌ كَلَامُهُ، وَفَرْضٌ مُبَايَنَتُهُ.

বাশশার আল-খাফফাফ বলেন, আমি ইমাম আবু ইউসুফকে বলতে শুনেছি:

مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَحَرَامٌ كَلَامُهُ، وَفَرْضٌ مُبَايَنَتُهُ.

‘‘যে ব্যক্তি বলে, কুরআন সৃষ্ট, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ এবং তার থেকে পৃথক থাকা আবশ্যক।’’ [8]

তৃতীয় বর্ণনা: ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানীর বক্তব্য

٤٧٤ -أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا مُكْرَمٌ قَالَ :حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ حَمَّادٍ سَجَّادَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ عَنِ الْقُرْآنِ، مَخْلُوقٌ هُوَ؟ فَقَالَ :الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ.

হাসান ইবনে হাম্মাদ সাজ্জাদাহ বলেন:
‘‘এক ব্যক্তি ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসানকে জিজ্ঞেস করল, ‘কুরআন কি সৃষ্ট?’
তিনি উত্তর দিলেন:

الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ.

‘কুরআন মহান আল্লাহর কালাম। আর আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির কোনো কিছুই সৃষ্ট নয়।’’’
এরপর আবু আলী অর্থাৎ হাসান ইবনে হাম্মাদ বলেন:

وَهُوَ الْحَقُّ عِنْدَنَا.

‘‘আমাদের কাছেও এটিই সত্য আকীদা।’’ [9]

---

[7] ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান আল-লালাকাঈ আশ-শাফিঈ (মৃত্যু ৪১৮ হিজরী), شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার মূলনীতির ব্যাখ্যা), বর্ণনা নম্বর ৪৭২। কুরআনের উদ্ধৃতি: সূরা আল-কাহফ, আয়াত ৫।
[8] ইমাম আল-লালাকাঈ, شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, বর্ণনা নম্বর ৪৭৩।
[9] প্রাগুক্ত, বর্ণনা নম্বর ৪৭৪।

চতুর্থ বর্ণনা: ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বক্তব্য

ইমাম লালাকাঈ নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ :الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ.

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন:

الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ.

‘‘কুরআন আল্লাহর কালাম। তা স্রষ্টা নয় এবং সৃষ্টও নয়।’’ [10]

পঞ্চম বর্ণনা: ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহর বক্তব্য

ইমাম লালাকাঈ বর্ণনা করেন:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ قَالَ :حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ :سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ :مَنْ قَالَ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ.

ইমাম ওয়াকী বলেন:

مَنْ قَالَ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ.

‘‘যে বলে, কুরআন সৃষ্ট, সে কাফির।’’ [11]

৭. ডক্টর আল-কাহতানীর গবেষণামূলক মন্তব্য

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পুত্র আবদুল্লাহর নামে প্রচলিত كِتَابُ السُّنَّةِ গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর আল-কাহতানী নিম্নোক্ত অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন:

أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اسْتُتِيبَ مِنَ الْكُفْرِ مَرَّتَيْنِ.

‘‘ইমাম আবু হানীফাকে কুফর থেকে দুবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।’’

এ সম্পর্কে তিনি বলেন:

‘‘আমি বলি, এখানে কুফর বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

যারা এ কথা বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য যদি হয় যে, ইমাম আবু হানীফা ‘কুরআন সৃষ্ট’ মতবাদ পোষণ করতেন, তাহলে আমাদের বক্তব্য হলো:

ইমাম লালাকাঈর গ্রন্থের ৪৭০ নম্বর অনুচ্ছেদে সহীহ সনদে ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে ইমাম বায়হাকীর الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ গ্রন্থের ২৫১ পৃষ্ঠায়ও এ অভিযোগের প্রতিবাদ বর্ণিত হয়েছে।

---

[10] প্রাগুক্ত, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণিত কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার বক্তব্য।

[11] প্রাগুক্ত, ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ থেকে বর্ণিত কুরআন সৃষ্ট হওয়ার মতবাদসংক্রান্ত বক্তব্য।

এ ছাড়া খতীব আল-বাগদাদীর تَارِيخُ بَغْدَادَ গ্রন্থের ১৩তম খণ্ডের ৩৮৪ পৃষ্ঠায় ইমাম আহমদের নিম্নোক্ত বক্তব্য রয়েছে:

لَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ.

‘আমাদের কাছে এটি প্রমাণিত হয়নি যে, ইমাম আবু হানীফা বলতেন, কুরআন সৃষ্ট।’

অন্যদিকে এখানে কুফর বলতে যদি সেই ঘটনাটি উদ্দেশ্য হয়, যা সুফইয়ান থেকে ৩৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে—অর্থাৎ আবু হানীফা একটি কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গীরা বলেছিলেন, ‘এটি কুফর’, আর তিনি বলেছিলেন, ‘আমি তাওবা করছি’—তাহলে বিষয়টি ভিন্ন।

যদি ঘটনাটি সত্য হয়ে থাকে, তবে এমন হতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি একটি কথা বলেছেন, কিন্তু সেটির বিপজ্জনক দিক সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। পরে তাঁকে সতর্ক করা হলে তিনি মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করেছেন এবং নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করেছেন।”

এখানেই ডক্টর আল-কাহতানীর বক্তব্য সমাপ্ত। [12]

৮. ‘কুরআন সৃষ্ট’ মতবাদের প্রথম প্রবক্তা কে?

ইমাম আল-লালাকাঈ شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ গ্রন্থে বলেন:

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَالَ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ جَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ فِي سِنِيِّ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ، فَأَمَّا جَعْدٌ فَقَتَلَهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيُّ، وَأَمَّا جَهْمٌ فَقُتِلَ بِمَرْوَ فِي خِلَافَةِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

“উম্মতের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভিন্নতা নেই যে, সর্বপ্রথম ‘কুরআন সৃষ্ট’ মতবাদ প্রচার করেছিলেন জা‘দ ইবনে দিরহাম (মৃত্যু ১২৪ হিজরী), হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর বিশের দশকে।

তাঁর পরে জাহম ইবনে সফওয়ান এ মতবাদ প্রচার করেন।

জা‘দ ইবনে দিরহামকে খালিদ ইবনে আবদিল্লাহ আল-কাসরী হত্যা করেন। আর জাহম ইবনে সফওয়ান হিশাম ইবনে আবদিল মালিকের শাসনামলে মারও শহরে নিহত হন।” [13]

৯. সহীহ বুখারীর সংকলক ইমাম বুখারীর ‘খালকু আফআলিল ইবাদ’ গ্রন্থের বর্ণনা

---

[12] ডক্টর আল-কাহতানী, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বলের প্রতি সম্বন্ধিত كِتَابُ السُّنَّةِ(কিতাবুস সুন্নাহ)-এর ভূমিকা। তুলনীয়: ইমাম লালাকাঈর شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ, বর্ণনা নম্বর ৪৭০; ইমাম বায়হাকীর الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ, পৃষ্ঠা ২৫১; খতীব আল-বাগদাদীর تَارِيخُ بَغْدَادَ, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩৮৪। পৃষ্ঠাসংখ্যা উদ্ধৃত সংস্করণ অনুযায়ী।

[13] ইমাম আল-লালাকাঈ (মৃত্যু ৪১৮ হিজরী), شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, কুরআন সৃষ্ট হওয়ার মতবাদের উৎপত্তিসংক্রান্ত আলোচনা।

ইমাম বুখারী তাঁর خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ গ্রন্থে ‘আবু ফুলান’ অর্থাৎ ‘অমুক ব্যক্তি’ নাম ব্যবহার করে অভিযোগসংক্রান্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ :حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْقَارِئُ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ : قَالَ لِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ :أَبْلِغْ أَبَا فُلَانٍ الْمُشْرِكَ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ دِينِهِ، وَكَانَ يَقُولُ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ.

সুলাইমান আল-কারী বলেন:

‘‘আমি ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীকে বলতে শুনেছি:

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান আমাকে বলেছিলেন:

أَبْلِغْ أَبَا فُلَانٍ الْمُشْرِكَ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ دِينِهِ.

‘তুমি সেই অমুক মুশরিক ব্যক্তিকে জানিয়ে দাও যে, আমি তার দ্বীন ও মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কমুক্ত।’

আর সেই ব্যক্তি নাকি বলতেন:

الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ.

‘কুরআন সৃষ্ট।’

জা‘দ ইবনে দিরহাম সম্পর্কে পরবর্তী বর্ণনা

ইমাম বুখারী এর পরবর্তী আলোচনায় নিম্নোক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ :شَهِدْتُ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيَّ بِوَاسِطَ، فِي يَوْمِ أَضْحًى.

‘‘বর্ণনাকারী বলেন, আমি এক কুরবানীর ঈদের দিন ওয়াসিত শহরে খালিদ ইবনে আবদিল্লাহ আল-কাসরীকে দেখেছিলাম।’’

তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে বললেন:

ارْجِعُوا فَضَحُّوا تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكُمْ، فَإِنِّي مُضَحٍّ بِالْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ.

‘‘তোমরা ফিরে যাও এবং কুরবানী করো। মহান আল্লাহ তোমাদের কুরবানী কবুল করুন। আর আমি জা‘দ ইবনে দিরহামকে কুরবানী দেব।’’

তিনি তাঁর এ সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে বললেন:

زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَتَّخِذْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى تَكْلِيمًا، تَعَالَى اللَّهُ عُلُوًّا كَبِيرًا عَمَّا يَقُولُ الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ.

‘‘সে দাবি করেছে যে, আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেননি।

জা‘দ ইবনে দিরহাম যা বলে, মহান আল্লাহ তা থেকে অতি উচ্চ ও পবিত্র।’’

ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ.

‘‘অতঃপর তিনি নেমে এসে তাকে জবাই করলেন।’’

ইমাম বুখারী আরও বর্ণনা করেন:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ :قَالَ قُتَيْبَةُ :بَلَغَنِي أَنَّ جَهْمًا كَانَ يَأْخُذُ الْكَلَامَ مِنَ الْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ.

‘‘আবু আবদিল্লাহ বলেন, কুতাইবা বলেছেন:
‘আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, জাহম ইবনে সফওয়ান জা‘দ ইবনে দিরহাম থেকে এসব মতবাদ গ্রহণ করত।’

১০. কুরআন সৃষ্ট হওয়ার মতবাদ সম্পর্কে প্রাচীন ইমামগণের কঠোর বক্তব্য

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসের বক্তব্য

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنَ يُوسُفَ الزَّمِّيَّ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ :يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ يَقُولُونَ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ؟

‘‘ইয়াহইয়া ইবনে ইউসুফ আয-যিম্মী বলেন:
আমরা একবার আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসের কাছে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল:
‘হে আবু মুহাম্মদ! যারা বলে, কুরআন সৃষ্ট, তাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?’’’
ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস জিজ্ঞেস করলেন:

أَمِنَ الْيَهُودِ؟ قَالَ :لَا، قَالَ :فَمِنَ النَّصَارَى؟ قَالَ :لَا، قَالَ :فَمِنَ الْمَجُوسِ؟ قَالَ :لَا، قَالَ :فَمِمَّنْ؟ قَالَ :مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ.

‘‘তারা কি ইহুদি?’’
লোকটি বলল, ‘‘না।’’
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘তাহলে কি তারা খ্রিষ্টান?’’
লোকটি বলল, ‘‘না।’’
তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘তাহলে কি তারা অগ্নিপূজক?’’
লোকটি বলল, ‘‘না।’’
তিনি বললেন, ‘‘তাহলে তারা কারা?’’
লোকটি বলল, ‘‘তারা তাওহীদে বিশ্বাসী লোকদের অন্তর্ভুক্ত।’’
তখন ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস বললেন:

لَيْسَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ، هَؤُلَاءِ الزَّنَادِقَةُ.

‘‘এরা তাওহীদে বিশ্বাসী লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এরা যিন্দীক।’’
তিনি আরও বলেন:

مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ مَخْلُوقٌ.

‘‘যে ব্যক্তি দাবি করে, কুরআন সৃষ্ট, সে যেন দাবি করে, আল্লাহও সৃষ্ট।’’
তিনি দলীল হিসেবে পাঠ করেন:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

‘‘পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।’’ (সূরা আল-ফাতিহা, ১:১)
এরপর বলেন:

فَاللَّهُ لَا يَكُونُ مَخْلُوقًا، وَالرَّحْمَنُ لَا يَكُونُ مَخْلُوقًا، وَالرَّحِيمُ لَا يَكُونُ مَخْلُوقًا.

‘‘আল্লাহ সৃষ্ট হতে পারেন না, আর-রহমান সৃষ্ট হতে পারেন না এবং আর-রহীমও সৃষ্ট হতে পারেন না।’’

তিনি আরও বলেন:

وَهَذَا أَصْلُ الزَّنَادِقَةِ، مَنْ قَالَ هَذَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ.

‘‘এটি যিন্দীকদের মূল মতবাদ। যে ব্যক্তি এমন কথা বলে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। তোমরা তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করবে না এবং তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না।’’

ইমাম ওয়াহব ইবনে জারীরের বক্তব্য

وَقَالَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ :الْجَهْمِيَّةُ الزَّنَادِقَةُ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى.

ইমাম ওয়াহব ইবনে জারীর বলেন:

‘‘জাহমিয়্যারা যিন্দীক। তারা মূলত এ মত প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে, আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেননি।’’

ইমাম ইয়াযীদ ইবনে হারূনের বক্তব্য

وَحَلَفَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَنْ قَالَ :إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ زِنْدِيقٌ، وَيُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.

‘‘ইমাম ইয়াযীদ ইবনে হারূন সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছেন, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই:

‘যে ব্যক্তি বলে, কুরআন সৃষ্ট, সে যিন্দীক। তাকে তাওবা করতে বলা হবে। সে তাওবা করলে ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।’

ইমাম আবু বকর ইবনে আইয়াশের বক্তব্য

وَقِيلَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ :إِنَّ قَوْمًا بِبَغْدَادَ يَقُولُونَ :إِنَّهُ مَخْلُوقٌ.

‘‘ইমাম আবু বকর ইবনে আইয়াশকে বলা হলো:

‘বাগদাদে একদল লোক বলে, কুরআন সৃষ্ট।’’’

তিনি বললেন:

وَيْلَكَ مَنْ قَالَ هَذَا؟ عَلَى مَنْ قَالَ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَهُوَ كَافِرٌ زِنْدِيقٌ، وَلَا تُجَالِسُوهُمْ.

‘‘তোমার দুর্ভোগ হোক! কে এমন কথা বলেছে?

যে ব্যক্তি বলে, কুরআন সৃষ্ট, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। সে কাফির ও যিন্দীক। তোমরা তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করবে না।’’

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীর বক্তব্য

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ :مَنْ قَالَ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ.

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী বলেন:

‘‘যে ব্যক্তি বলে, কুরআন সৃষ্ট, সে কাফির।’’

ইমাম হাম্মাদ ইবনে যায়েদের বক্তব্য

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ :الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ نَزَلَ بِهِ جَبْرَائِيلُ، مَا يُجَادِلُونَ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ.

ইমাম হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বলেন:

‘‘কুরআন আল্লাহর কালাম। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তারা এ বিষয়ে বিতর্ক করে মূলত এ ধারণা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে, আসমানে কোনো ইলাহ নেই।’’

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বক্তব্য

وَقَالَ ابْنُ مُقَاتِلٍ :سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ :مَنْ قَالَ :﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَخْلُوقٍ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ.

ইবনে মুকাতিল বলেন, আমি ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি:

‘‘যে ব্যক্তি বলে, মহান আল্লাহর এ বাণী—

﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾

‘নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ; আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।’ (সূরা ত্ব-হা, ২০:১৪)

—সৃষ্ট, সে কাফির। কারণ কোনো সৃষ্টির পক্ষে এ ধরনের কথা বলা সমীচীন নয়।’’

এখানে ইমাম বুখারীর উদ্ধৃত আলোচনার সমাপ্তি।

الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ

জা‘দ ইবনে দিরহাম (মৃত্যু ১২৪ হিজরী)

জা‘দ ইবনে দিরহামের আদি নিবাস ছিল খুরাসান। তাঁর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং বনু মারওয়ানের মাওলাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। জা‘দ খুরাসানে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে দামিশকে হিজরত করে সেখানে বসবাস শুরু করেন।

তিনি মু‘তাযিলী মতবাদের অনুসারী ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি খ্রিষ্টান অধ্যুষিত একটি মহল্লায় বসবাস করতেন। সেখানে খ্রিষ্টানদের মধ্যে আল্লাহর সত্তা ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ এবং ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের পরিবেশ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন।

ইমাম ইবনে কাসীরের বর্ণনায় জা‘দ ইবনে দিরহামের জীবনী

ইমাম ইবনে কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী) তাঁর الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ গ্রন্থে ১২৪ হিজরীর ঘটনাবলিতে জা‘দ ইবনে দিরহাম সম্পর্কে বলেন:

الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ، هُوَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَرْوَانُ الْجَعْدِيُّ وَهُوَ مَرْوَانُ الْحِمَارُ آخِرُ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ، كَانَ شَيْخُهُ الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ.

‘‘জা‘দ ইবনে দিরহামই সর্বপ্রথম ‘কুরআন সৃষ্ট’ মতবাদ প্রচার করেছিলেন।

তাঁর দিকেই সম্বন্ধ করে মারওয়ানকে ‘মারওয়ান আল-জা‘দী’ বলা হয়। তিনি মারওয়ান আল-হিমার নামেও পরিচিত, যিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলীফা। জা‘দ ইবনে দিরহাম ছিলেন তাঁর শিক্ষক।’’

জা‘দ ইবনে দিরহামের আদি নিবাস ও দামিশকে বসবাস

أَصْلُهُ مِنْ حَرَّانَ، وَيُقَالُ :إِنَّهُ مِنْ مَوَالِي بَنِي مَرْوَانَ .سَكَنَ الْجَعْدُ دِمَشْقَ، وَكَانَتْ لَهُ بِهَا دَارٌ بِالْقُرْبِ مِنَ الْقَلَانِسِيِّينَ إِلَى جَانِبِ الْكَنِيسَةِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ.

‘‘তাঁর আদি নিবাস ছিল হাররান। আবার বলা হয়, তিনি বনু মারওয়ানের মাওলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

জা‘দ দামিশকে বসবাস করতেন। সেখানে কালানিসিয়্যীন মহল্লার কাছে একটি গির্জার পাশে তাঁর বাড়ি ছিল। ইমাম ইবনে আসাকির এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।’’

ইমাম ইবনে কাসীর বলেন:

قُلْتُ :وَهِيَ مَحَلَّةٌ بِالْقُرْبِ مِنَ الْخَوَّاصِينَ الْيَوْمَ غَرْبِيَّهَا عِنْدَ حَمَّامِ الْقَطَّانِينَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ :حَمَّامُ قُلَيْنِسَ.

‘‘আমি বলি, এটি বর্তমানে খাওয়াসীন মহল্লার নিকটবর্তী একটি এলাকা। এর পশ্চিম দিকে কাত্তানীন হাম্মাম অবস্থিত, যা ‘হাম্মামু কুলাইস’ নামে পরিচিত।’’

জা‘দের মতবাদের উৎস ও পরবর্তী প্রচারকগণ

ইমাম ইবনে কাসীর বলেন:

قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ وَغَيْرُهُ :وَقَدْ أَخَذَ بِدْعَتَهُ عَنْ بَيَانِ بْنِ سَمْعَانَ، وَأَخَذَهَا بَيَانٌ عَنْ طَالُوتِ ابْنِ أُخْتِ لَبِيدِ بْنِ أَعْصَمَ وَزَوْجِ ابْنَتِهِ، عَنْ لَبِيدِ بْنِ أَعْصَمَ السَّاحِرِ لَعَنَهُ اللَّهُ.

‘‘ইমাম ইবনে আসাকির এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বলেছেন:

জা‘দ ইবনে দিরহাম তাঁর বিদআতী মতবাদ বায়ান ইবনে সামআনের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

বায়ান এ মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন তালূতের কাছ থেকে। তালূত ছিলেন লাবীদ ইবনে আ‘সামের ভাগনে এবং তাঁর কন্যার স্বামী।

আর তালূত এ মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন জাদুকর লাবীদ ইবনে আ‘সামের কাছ থেকে। আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করুন।’’

জাহম ইবনে সফওয়ান এবং পরবর্তী মতবাদ প্রচারকগণ

وَأَخَذَ عَنِ الْجَعْدِ الْجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ الْخَزَرِيُّ، وَقِيلَ :التِّرْمِذِيُّ .وَقَدْ أَقَامَ بِبَلْخَ وَكَانَ يُصَلِّي مَعَ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ فِي مَسْجِدِهِ وَيَتَنَاظَرَانِ، حَتَّى نُفِيَ إِلَى تِرْمِذَ.

‘‘জা‘দ ইবনে দিরহাম থেকে এ মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন জাহম ইবনে সফওয়ান আল-খাযারী। অন্য বর্ণনায় তাঁকে আত-তিরমিযী বলা হয়েছে।

তিনি বালখ শহরে বসবাস করতেন। সেখানে মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের মসজিদে তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করতেন এবং উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতো।

একপর্যায়ে তাঁকে তিরমিযে নির্বাসিত করা হয়।’’

ثُمَّ قُتِلَ الْجَهْمُ بِأَصْبَهَانَ وَقِيلَ :بِمَرْوَ .قَتَلَهُ نَائِبُهَا سَلْمُ بْنُ أَحْوَزَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَجَزَاهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا.

‘‘পরবর্তীকালে জাহম ইবনে সফওয়ান ইসফাহানে নিহত হন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি মারও শহরে নিহত হয়েছিলেন।

সেখানকার প্রশাসক সালম ইবনে আহওয়ায তাঁকে হত্যা করেন। ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর জন্য রহমত ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদানের দুআ করেছেন।’’

وَأَخَذَ بِشْرُ الْمَرِيسِيُّ عَنِ الْجَهْمِ، وَأَخَذَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دُؤَادٍ عَنْ بِشْرٍ.

‘‘জাহম থেকে এ মতবাদ গ্রহণ করেন বিশর আল-মারীসী। আর বিশর থেকে এ মতবাদ গ্রহণ করেন আহমদ ইবনে আবী দুআদ।’’

দামিশক থেকে কূফায় জা‘দের পলায়ন

ইমাম ইবনে কাসীর বলেন:

وَأَمَّا الْجَعْدُ لَعَنَهُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ أَقَامَ بِدِمَشْقَ حَتَّى أَظْهَرَ الْقَوْلَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، فَتَطَلَّبَهُ بَنُو أُمَيَّةَ فَهَرَبَ مِنْهُمْ، فَسَكَنَ الْكُوفَةَ فَلَقِيَهُ بِهَا الْجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ فَتَقَلَّدَ هَذَا الْقَوْلَ، لَعَنَهُمَا اللَّهُ.

‘‘আর জা‘দ—ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর প্রতি অভিশাপ করেছেন—দামিশকে বসবাস করতে থাকেন। একপর্যায়ে তিনি প্রকাশ্যে ‘কুরআন সৃষ্ট’ মতবাদ প্রচার শুরু করেন।

তখন উমাইয়া শাসকগণ তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য অনুসন্ধান শুরু করেন।

তিনি তাঁদের হাত থেকে পালিয়ে কূফায় আশ্রয় নেন।

সেখানে জাহম ইবনে সফওয়ান তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং এ মতবাদ গ্রহণ করেন। ইমাম ইবনে কাসীর তাঁদের উভয়ের প্রতি অভিশাপ করেছেন।’’

ঈদুল আযহার দিন জা‘দ ইবনে দিরহামের হত্যাকাণ্ড

ثُمَّ قَتَلَهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيُّ يَوْمَ عِيدِ الْأَضْحَى بِالْكُوفَةِ.

‘‘অতঃপর খালিদ ইবনে আবদিল্লাহ আল-কাসরী কূফায় ঈদুল আযহার দিন তাঁকে হত্যা করেন।’’

ইমাম ইবনে কাসীর ঘটনার বিবরণে বলেন:

وَذَلِكَ أَنَّ خَالِدًا خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ تِلْكَ :أَيُّهَا النَّاسُ، ضَحُّوا تَقَبَّلَ اللَّهُ ضَحَايَاكُمْ، فَإِنِّي مُضَحٍّ بِالْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ.

‘‘খালিদ লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবার মধ্যে তিনি বললেন:

‘হে লোকসকল! তোমরা কুরবানী করো। মহান আল্লাহ তোমাদের কুরবানী কবুল করুন। আর আমি জা‘দ ইবনে দিরহামকে কুরবানী দেব।’’’

তিনি এর কারণ বর্ণনা করে বলেন:

إِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَتَّخِذْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى تَكْلِيمًا، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الْجَعْدُ عُلُوًّا كَبِيرًا.

‘‘সে দাবি করেছে যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেননি।

জা‘দ যা বলে, মহান আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে ও পবিত্র।’’

ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ بِيَدِهِ، أَثَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَقَبَّلَ مِنْهُ.

‘‘এরপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে এসে নিজের হাতে মিম্বরের গোড়ায় জা‘দকে জবাই করে হত্যা করেন।

ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রতিদান ও কবুলিয়তের দুআ করেছেন।’’

হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

وَذَلِكَ فِي أَيَّامِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَقَدْ كَانَ هِشَامٌ طَلَبَهُ بِدِمَشْقَ حِينَ أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ، ثُمَّ إِنَّهُ هَرَبَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَى نَائِبِهِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَقَتَلَهُ كَمَا ذَكَرْنَا.

‘‘ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল খলীফা হিশাম ইবনে আবদিল মালিকের শাসনামলে।

জা‘দ তাঁর মতবাদ প্রকাশ করার পর হিশাম দামিশকে তাঁকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু জা‘দ সেখান থেকে পালিয়ে যান।

এরপর হিশাম তাঁর প্রশাসক খালিদ ইবনে আবদিল্লাহ আল-কাসরীকে পত্র লিখে জা‘দকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

ফলে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে খালিদ তাঁকে হত্যা করেন।’’

ঘটনাটির অন্যান্য ঐতিহাসিক উৎস

ইমাম ইবনে কাসীর বলেন:

وَقَدْ رَوَى قِصَّتَهُ مَعَ خَالِدٍ الْبُخَارِيُّ فِي أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي السُّنَّةِ كَالطَّبَرَانِيِّ، وَابْنِ أَبِي عَاصِمٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي التَّارِيخِ.

‘‘জা‘দ ইবনে দিরহামের সঙ্গে খালিদ ইবনে আবদিল্লাহ আল-কাসরীর এ ঘটনাটি ইমাম বুখারী তাঁর أَفْعَالُ الْعِبَادِ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইবনে আবী হাতিম এবং সুন্নাহবিষয়ক গ্রন্থ রচনাকারী আরও অনেক মুহাদ্দিস—যেমন ইমাম তাবারানী, ইমাম ইবনে আবী আসিম এবং আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ—এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ইবনে আসাকিরও তাঁর التَّارِيخُ গ্রন্থে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।’’

ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহর সঙ্গে জা‘দ ইবনে দিরহামের আলোচনা

ইমাম ইবনে কাসীর আরও বলেন:

وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَرَدَّدُ إِلَى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ وَأَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا رَاحَ إِلَى وَهْبٍ يَغْتَسِلُ وَيَقُولُ :أَجْمَعُ لِلْعَقْلِ.

‘‘আরও বর্ণিত হয়েছে যে, জা‘দ ইবনে দিরহাম নিয়মিত ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহর কাছে যাতায়াত করতেন।

যখনই তিনি ওয়াহবের কাছে যেতেন, তার আগে গোসল করতেন।

তিনি বলতেন, ‘এতে মনোযোগ ও চিন্তাশক্তি অধিক সংহত হয়।’

وَكَانَ يَسْأَلُ وَهْبًا عَنْ صِفَاتِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ.

"তিনি ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহকে মহান আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন।"

একদিন ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ তাঁকে বললেন:

وَيْلَكَ يَا جَعْدُ أَقْصِرِ الْمَسْأَلَةَ، إِنِّي لَأَظُنُّكَ مِنَ الْهَالِكِينَ.

"হে জা'দ! তোমার দুর্ভোগ হোক! এসব প্রশ্ন করা থেকে বিরত হও। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তুমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

তিনি আরও বলেন:

لَوْ لَمْ يُخْبِرْنَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ لَهُ يَدًا مَا قُلْنَا ذَلِكَ، وَأَنَّ لَهُ عَيْنًا مَا قُلْنَا ذَلِكَ.

"মহান আল্লাহ যদি তাঁর কিতাবে আমাদের সংবাদ না দিতেন যে, তাঁর 'ইয়াদ' রয়েছে, তাহলে আমরা তা বলতাম না।

অনুরূপভাবে তিনি যদি আমাদের সংবাদ না দিতেন যে, তাঁর 'আইন' রয়েছে, তাহলে আমরা সে কথাও বলতাম না।"

অর্থাৎ ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, মহান আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে, তা স্বীকার করা; নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো সিফাত উদ্ভাবন না করা।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর সিফাতের প্রকৃতি ও ব্যাখ্যা নিয়ে ইসলামী আকীদাশাস্ত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

জা'দ ইবনে দিরহামের পরিণতি

ইমাম ইবনে কাসীর বলেন:

ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ الْجَعْدُ أَنْ صُلِبَ، ثُمَّ قُتِلَ.

"এর অল্পকাল পরই জা'দকে শূলে চড়ানো হয় এবং পরে হত্যা করা হয়।"

সূত্রঃ

[১] ইমাম হাফিয আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী), الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া), ১২৪ হিজরীর ঘটনাবলি, জা'দ ইবনে দিরহামের জীবনী: الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ।

[২] ইমাম আবুল কাসিম আলী ইবনে হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ৫৭১ হিজরী), تَارِيخُ دِمَشْقَ (দামিশকের ইতিহাস), জা'দ ইবনে দিরহামের জীবনীবিষয়ক আলোচনা।

[৩] ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরী), خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ (বান্দার কর্মসমূহের সৃষ্টি), জা'দ ইবনে দিরহাম এবং খালিদ ইবনে আবদিল্লাহ আল-কাসরীর ঘটনাসংক্রান্ত বর্ণনা।

[৪] ইমাম ইবনে কাসীর, الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ, ১২৪ হিজরীর ঘটনাবলি; ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহর সঙ্গে জা'দ ইবনে দিরহামের আলোচনার বিবরণ।

ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে ‘কুরআন সৃষ্ট’ মতবাদ আরোপকারী বর্ণনাসমূহের বিস্তারিত পর্যালোচনা

التَّفْصِيلُ :الَّذِينَ رَوَوْا هَذِهِ التُّهْمَةَ التَّارِيخِيَّةَ وَالْأُكْذُوبَةَ الْأَلِيمَةَ

বিস্তারিত আলোচনা: ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিরুদ্ধে আরোপিত এ ঐতিহাসিক অভিযোগ ও বেদনাদায়ক মিথ্যা অপবাদ যাঁরা বর্ণনা করেছেন, তাঁদের বিবরণ নিম্নরূপ।

১. ইমাম বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরী): আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থের বর্ণনা

ইমাম বুখারী তাঁর التَّارِيخُ الْكَبِيرُ (বৃহৎ জীবনীসংকলন) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

سُلَيْمُ بْنُ عِيسَى الْقَارِئُ، الْكُوفِيُّ، سَمِعَ الثَّوْرِيَّ، وَحَمْزَةَ الزَّيَّاتَ .رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ.

‘‘সুলাইম ইবনে ঈসা আল-কারী আল-কূফী। তিনি ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী ও হামযা আয-যাইয়্যাত থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আহমদ ইবনে হুমাইদ ও দিরার ইবনে সুরাদ বর্ণনা করেছেন।’’

এরপর ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন:

قَالَ لِي ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ :حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ، سَمِعَ سُفْيَانَ، قَالَ لِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ :أَبْلِغْ أَبَا حَنِيفَةَ الْمُشْرِكَ أَنِّي مِنْهُ بَرِيءٌ .قَالَ :وَكَانَ يَقُولُ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ.

‘‘দিরার ইবনে সুরাদ আমাকে বলেছেন, সুলাইম আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি সুফইয়ানকে বলতে শুনেছেন:

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান আমাকে বলেছিলেন:

‘তুমি আবু হানীফা নামক সেই মুশরিককে জানিয়ে দাও যে, আমি তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক থেকে মুক্ত।’

বর্ণনাকারী আরও বলেছেন, তিনি নাকি বলতেন, ‘কুরআন সৃষ্ট।’’’

ইমাম বুখারী তাঁর জীবনী-আলোচনায় আরও উল্লেখ করেছেন:

وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِي تَيْمِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ.

‘‘তিনি বনু তাইম ইবনে সা‘লাবা ইবনে রবীআর মাওলা ছিলেন।’’

লেখকের মন্তব্য: দিরার ইবনে সুরাদের গ্রহণযোগ্যতা

আমি বলি:

ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ مَتْرُوكٌ كَذَّابٌ، وَالْبُخَارِيُّ يَعْرِفُ ذَلِكَ.

‘‘দিরার ইবনে সুরাদ একজন পরিত্যক্ত ও মিথ্যাবাদী রাবী। ইমাম বুখারীও বিষয়টি জানতেন।’’

কেননা تَهْذِيبُ الْكَمَالِ গ্রন্থে ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে:

بِالْكُوفَةِ كَذَّابَانِ :أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ.

"কূফায় দুজন মিথ্যাবাদী রয়েছে। একজন আবু নুআইম আন-নাখাঈ এবং অন্যজন আবু নুআইম দিরার ইবনে সুরাদ।"

ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:

مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

"তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত।"[14]

আত-তারীখুল কাবীরের মুদ্রিত সংস্করণের টীকা

التَّارِيخُ الْكَبِيرُ গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণের টীকায় বলা হয়েছে:

فَفِي تَرْجَمَتِهِ مِنَ التَّهْذِيبِ :عَنِ ابْنِ مَعِينٍ :بِالْكُوفَةِ كَذَّابَانِ :أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ . قَالَ :وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ :مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

"তাহযীব গ্রন্থে তাঁর জীবনীতে ইবনে মাঈন থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কূফায় দুজন মিথ্যাবাদী রয়েছে—আবু নুআইম আন-নাখাঈ ও আবু নুআইম দিরার ইবনে সুরাদ।

এ ছাড়া ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত।"[15]

শায়খ মুকবিল আল-ওয়াদিঈর নীরবতা সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য

عَدَمُ ذِكْرِ الْوَادِعِيِّ عِنْدَ ذِكْرِهِ الْبُخَارِيُّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَذِبٌ وَلَا يَصِحُّ، وَأَنَّ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ بَرِيءٌ مِنْ هَذِهِ التُّهْمَةِ التَّارِيخِيَّةِ.

"ইমাম বুখারীর বর্ণনাগুলো আলোচনা করার সময় শায়খ আল-ওয়াদিঈর এ অভিযোগটি উল্লেখ না করা, লেখকের মতে, অভিযোগটির অসত্য ও অপ্রমাণিত হওয়ার এবং ইমাম আবু হানীফার এ ঐতিহাসিক অপবাদ থেকে মুক্ত থাকার প্রমাণ।"

শায়খ মুকবিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদিঈ (মৃত্যু ১৪২২ হিজরী) তাঁর

نَشْرُ الصَّحِيفَةِ فِي ذِكْرِ الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِي أَبِي حَنِيفَةَ

14

- ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরী), التَّارِيخُ الْكَبِيرُ (বৃহৎ জীবনীসংকলন), সুলাইম ইবনে ঈসা আল-কারী আল-কূফীর জীবনী।
- ইমাম আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনুয যাকী আল-মিযযী (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী), تَهْذِيبُ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ(হাদীসের রাবীদের বিস্তৃত জীবনীবিষয়ক গ্রন্থ), দিরার ইবনে সুরাদের জীবনী।

15 ইমাম বুখারী, التَّارِيخُ الْكَبِيرُ, সুলাইম ইবনে ঈসা আল-কারীর জীবনীসংক্রান্ত মুদ্রিত সংস্করণের টীকা। এতে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈর জারহের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।

গ্রন্থে ইমাম বুখারীর التَّارِيخُ الْكَبِيرُ এবং خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ গ্রন্থে উল্লেখিত এ অভিযোগটি উদ্ধৃত করেননি।

তিনি কেবল নিম্নোক্ত বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন:

سَكَتُوا عَنْهُ وَعَنْ رَأْيِهِ وَعَنْ حَدِيثِهِ.

‘‘তাঁর সম্পর্কে, তাঁর মতামত সম্পর্কে এবং তাঁর হাদীস সম্পর্কে তাঁরা নীরবতা অবলম্বন করেছেন।’’

কিন্তু কেন তিনি উল্লিখিত অভিযোগটি উল্লেখ করেননি?

অভিযোগটি সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা। তাই তাঁর উচিত ছিল এ বিষয়ে পাঠকদের সতর্ক করা।

ইমাম বুখারীর গ্রন্থে বিদ্যমান এ অভিযোগ সম্পর্কে শায়খ আল-ওয়াদিঈর নীরবতা তাঁর পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক। এ ক্ষেত্রে তিনি যথাযথ নিরপেক্ষতার পরিচয় দেননি।

তবে তিনি আবু যুরআ আদ-দিমাশকীর ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত অভিযোগটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারীর ‘খালকু আফআলিল ইবাদ’ গ্রন্থে অভিযোগটির বর্ণনা

ইমাম বুখারী তাঁর خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ গ্রন্থে নিজেই বর্ণনা করেছেন:

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ :حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْقَارِئُ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ : قَالَ لِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ :أَبْلِغْ أَبَا فُلَانٍ الْمُشْرِكَ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ دِينِهِ، وَكَانَ يَقُولُ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ.

‘‘আহমদ ইবনুল হাসান বলেন, আবু নুআইম আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সুলাইমান আল-কারী আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি সুফইয়ান আস-সাওরীকে বলতে শুনেছি:

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান আমাকে বলেছিলেন:

‘তুমি অমুক মুশরিক ব্যক্তিকে জানিয়ে দাও যে, আমি তার দ্বীন ও মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কমুক্ত।’

আর সে নাকি বলত:

‘কুরআন সৃষ্ট।’ [16]

লক্ষণীয়, এ বর্ণনায় সরাসরি আবু হানীফার নাম না নিয়ে أَبَا فُلَانٍ অর্থাৎ ‘অমুক ব্যক্তি’ বলা হয়েছে।

লেখকের মূল্যায়ন

আমি বলি:

অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো, ইমাম বুখারীই তাঁর রচনাসমূহে প্রথম এ অভিযোগ উল্লেখ করেছেন যে, ‘আবু হানীফা বলেছেন, কুরআন সৃষ্ট।’

[16] ইমাম বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরী), خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ (বান্দার কর্মসমূহ সৃষ্টি), আবু নুআইম, সুলাইমান আল-কারী ও সুফইয়ান আস-সাওরীর মাধ্যমে বর্ণিত অভিযোগ।

পরবর্তীকালে আবু যুরআ আদ-দিমাশকী, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম উকাইলী, ইমাম খতীব আল-বাগদাদীসহ অন্যরা তা বর্ণনা করেছেন।

তাঁরা এমন এক ঐতিহাসিক অভিযোগ ও বেদনাদায়ক অপবাদ বর্ণনা করেছেন, যা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।
এর সূচনা হয়েছিল তাঁদের বর্ণনার মাধ্যমে। আর আমরা মুসলিম উম্মাহ আজও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর যন্ত্রণা ভোগ করছি। একদল অপর দলকে ফাসিক, এমনকি কাফির আখ্যায়িত করছে।
মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾

''আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?'' (সূরা আয-যুমার, ৩৯:৩৬)
তিনি আরও ইরশাদ করেছেন:

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾

''আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?'' (সূরা আত-তীন, ৯৫:৮)

পরবর্তীকালে ইমাম বুখারী নিজেও কুরআনসংক্রান্ত একটি আকীদাগত বিতর্কে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তাঁর উস্তাদ ইমাম আয-যুহলীর পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে তাকফীরের ফতোয়া প্রদান করা হয়।
মহান আল্লাহ তাঁদের সবাইকে রহম করুন।

তিনি আমাদের সাহায্য করুন, যাতে আমরা পারস্পরিক সত্যবাদিতা, আমানতদারি, একনিষ্ঠতা এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভিত্তিতে আমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে পারি।
আর মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করতে সর্বশক্তিমান।

২. আবু যুরআ আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ২৮১ হিজরী): তাঁর ইতিহাসগ্রন্থের বর্ণনা

ইমাম আবু যুরআ আদ-দিমাশকী তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন:
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ :فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ يَقُولُ :قَالَ سَلَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الْقَاضِيُّ عَلَى الْمِنْبَرِ :لَا رَحِمَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ.
''মুহাম্মদ ইবনুল ওয়ালীদ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আবু মুসহিরকে বলতে শুনেছি:
কাযী সালামা ইবনে আমর একদিন মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেন:

‘আল্লাহ আবু হানীফাকে রহম না করুন। কারণ তিনিই নাকি সর্বপ্রথম দাবি করেছিলেন যে, কুরআন সৃষ্ট।’[17]

এটি বর্ণনায় উল্লিখিত কাযী সালামা ইবনে আমরের বক্তব্য; লেখকের নিজস্ব বক্তব্য নয়।

৩. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বলের (মৃত্যু ২৯০ হিজরী) প্রতি সম্বন্ধিত ‘কিতাবুস সুন্নাহ’ গ্রন্থের বর্ণনাসমূহ

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বলের নামে প্রচলিত كِتَابُ السُّنَّةِ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বর্ণনা সংকলিত হয়েছে।
এসব বর্ণনার একটি শিরোনাম:

مَا حَفِظْتُ عَنْ أَبِي وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَشَايِخِ فِي أَبِي حَنِيفَةَ

‘‘ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে আমার পিতা ও অন্যান্য শায়খের কাছ থেকে যা সংরক্ষণ করেছি।’’

গ্রন্থটির শেষাংশে ডক্টর মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে সালিম আল-কাহতানীর তাহকীক থেকে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে ঐতিহাসিক অভিযোগটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বর্ণিত মোট ২১টি রেওয়ায়েত নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

এ মিথ্যা অভিযোগটি মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর কারণে মুসলিম উম্মাহ কষ্ট ভোগ করছে এবং একে অপরকে ফাসিক ও কাফির আখ্যায়িত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

প্রথম বর্ণনা: ইমাম আবু ইউসুফের নামে জাহমিয়্যত আরোপ

٢٣١ - حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَلْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا يُوسُفَ وَهُوَ بِجُرْجَانَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ :وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ مَاتَ جَهْمِيًّا.

সাঈদ ইবনে সালম বলেন:
‘‘আমি জুরজান শহরে অবস্থানকালে ইমাম আবু ইউসুফকে ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।
তিনি নাকি বললেন:

وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ مَاتَ جَهْمِيًّا.

---

[17] ইমাম আবু যুরআ আবদুর রহমান ইবনে আমর আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ২৮১ হিজরী), تَارِيخُ أَبِي زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيِّ(আবু যুরআ আদ-দিমাশকীর ইতিহাসগ্রন্থ), মুহাম্মদ ইবনুল ওয়ালীদ থেকে আবু মুসহিরের মাধ্যমে বর্ণিত কাযী সালামা ইবনে আমরের বক্তব্য।

‘তাঁকে নিয়ে তোমার কী প্রয়োজন? তিনি জাহমী মতবাদের অনুসারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।’

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে সালমের জীবনী বা নির্ভরযোগ্যতার বিবরণ পাওয়া যায়নি বলে তাহকীককারী উল্লেখ করেছেন। [18]

দ্বিতীয় বর্ণনা: জাহমের মতবাদ সম্পর্কে অভিযোগ

٢٣٢ -حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَزْدِيُّ الْقَاضِي، حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الْأَصْمَعِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي يُوسُفَ :أَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ بِقَوْلِ جَهْمٍ؟ فَقَالَ :نَعَمْ.

সাঈদ ইবনে সালম বলেন:

‘‘আমি ইমাম আবু ইউসুফকে জিজ্ঞেস করলাম:

‘ইমাম আবু হানীফা কি জাহমের মতবাদ পোষণ করতেন?’

তিনি নাকি বললেন:

نَعَمْ.

‘হ্যাঁ।’

তৃতীয় বর্ণনা: ইমাম আবু হানীফার পৌত্রের নামে অভিযোগ

٢٣٥ -حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ، يَقُولُ :هُوَ دِينُهُ وَدِينُ آبَائِهِ، يَعْنِي الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ.

ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবী হানীফা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নাকি বলেছেন: هُوَ دِينُهُ وَدِينُ آبَائِهِ.

‘‘এটিই তাঁর এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় বিশ্বাস।’’

বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এখানে ‘কুরআন সৃষ্ট’ মতবাদকে বোঝানো হয়েছে।

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: তাহকীককারীর মতে, বর্ণনাটির সনদ দুর্বল। তবে আবু মূসা আল-আনসারী নির্ভরযোগ্য রাবী।

চতুর্থ বর্ণনা: প্রথম প্রবক্তা হওয়ার অভিযোগ

٢٣٦ -حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ قَالَ : الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ أَبُو حَنِيفَةَ.

ইমাম আবু ইউসুফের নামে বর্ণিত হয়েছে:

أَوَّلُ مَنْ قَالَ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ أَبُو حَنِيفَةَ.

‘‘সর্বপ্রথম যিনি ‘কুরআন সৃষ্ট’ বলেছেন, তিনি হলেন আবু হানীফা।’’

---

[18] ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃত্যু ২৯০ হিজরী)-এর প্রতি সম্বন্ধিত كِتَابُ السُّنَّةِ(কিতাবুস সুন্নাহ), বর্ণনা নম্বর ২৩১। তাহকীক: ডক্টর মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে সালিম আল-কাহতানী।

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: বর্ণনাটির সনদে ইসহাক ইবনে আবদুর রহমান ও হাসান ইবনে আবী মালিক রয়েছেন। তাহকীককারীর বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁদের জীবনী পাওয়া যায়নি।

পঞ্চম বর্ণনা: খুরাসান থেকে জাহমের কিতাব আসার অভিযোগ

٢٣٧ -حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَرِيبٍ الْأَصْمَعِيِّ، عَنْ حَازِمٍ الطُّفَاوِيِّ قَالَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ :أَبُو حَنِيفَةَ إِنَّمَا كَانَ يَعْمَلُ بِكُتُبِ جَهْمٍ تَأْتِيهِ مِنْ خُرَاسَانَ.

হাযিম আত-তুফাওয়ী, যিনি আহলে হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁর নামে বর্ণিত হয়েছে:

"আবু হানীফা নাকি জাহমের কিতাবসমূহ অনুযায়ী আমল করতেন, যেগুলো খুরাসান থেকে তাঁর কাছে আসত।"

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: হাযিম আত-তুফাওয়ীর জীবনী পাওয়া যায়নি। আহমদ ইবনে ইবরাহীম হলেন আদ-দাওরাকী; তিনি নির্ভরযোগ্য হাফিয। আর খালিদ ইবনে খিদাশ সত্যবাদী হলেও কখনো ভুল করতেন।

ষষ্ঠ বর্ণনা: ইমাম আবু হানীফার পুত্র হাম্মাদের নামে বর্ণিত ঘটনা

٢٣٨ -حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ :أَرْسَلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى أَبِي فَقَالَ لَهُ :ثُبْ مِمَّا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ وَإِلَّا أَقْدَمْتُ عَلَيْكَ بِمَا تَكْرَهُ.

ইমাম আবু হানীফার পুত্র হাম্মাদের নামে বর্ণিত হয়েছে:

"ইবনে আবী লাইলা আমার পিতার কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন:

'কুরআন সৃষ্ট—এ বিষয়ে তুমি যা বলছ, তা থেকে তাওবা করো। অন্যথায় তোমার বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করব, যা তোমার অপছন্দ হবে।'"

قَالَ :فَتَابَعَهُ، قُلْتُ :يَا أَبَهْ كَيْفَ فَعَلْتَ ذَا؟ قَالَ :يَا بُنَيَّ خِفْتُ أَنْ يَقْدُمَ عَلَيَّ فَأَعْطَيْتُ تَقِيَّةً.

"তখন আমার পিতা বাহ্যত তাঁর কথায় সম্মত হলেন।

আমি পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম:

'হে আব্বা! আপনি এমন করলেন কেন?'

তিনি বললেন:

'হে বৎস! আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, তিনি আমার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বাহ্যিকভাবে সম্মতি জানিয়েছি।'"

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: উমর ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবী হানীফার জীবনী পাওয়া যায়নি। সুফইয়ান ইবনে ওয়াকী সত্যবাদী হলেও একজন অসৎ লেখকের কারণে তাঁর হাদীসের সংরক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। হাম্মাদ ইবনে আবী হানীফাকে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে ইবনে আদীসহ কয়েকজন সমালোচনা করেছেন। ইবনে আবী লাইলা সত্যবাদী হলেও তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [19]

[19] প্রাগুক্ত, বর্ণনা নম্বর ২৩৮।

ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের নামে বর্ণিত অভিযোগসমূহ

مَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي أَبِي حَنِيفَةَ

"ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান যা বলেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।"

সপ্তম বর্ণনা: উস্তাদের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের অভিযোগ

٢٣٩ -حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ بْنِ الْخَرَّازِ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَكَانَ ثِقَةً، ثَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ :هُوَ أَبُو الْجَهْمِ، فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ :قَالَ لِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ :اذْهَبْ إِلَى الْكَافِرِ يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ فَقُلْ لَهُ :إِنْ كُنْتَ تَقُولُ إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَلَا تَقْرَبْنَا.

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী থেকে বর্ণিত হয়েছে:

"হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান আমাকে বলেছিলেন:

'তুমি সেই কাফির ব্যক্তির কাছে যাও—অর্থাৎ আবু হানীফার কাছে—এবং তাকে বলো: إِنْ كُنْتَ تَقُولُ إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَلَا تَقْرَبْنَا.

যদি তুমি বলে থাকো যে, কুরআন সৃষ্ট, তাহলে আমাদের কাছে এসো না।'"

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: এ বর্ণনার সনদে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছেন।

অষ্টম বর্ণনা: উস্তাদ কর্তৃক নিন্দা করার অভিযোগ

٢٤٠ -حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، يَشْتِمُ أَبَا حَنِيفَةَ.

মুহাম্মদ ইবনে জাবির বলেন:

"আমি হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানকে আবু হানীফার নিন্দা করতে শুনেছি।"

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: মুহাম্মদ ইবনে জাবিরের কিতাবসমূহ হারিয়ে যাওয়ায় তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি বহু বর্ণনায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেন। পরবর্তীকালে অন্ধ হয়ে গেলে তাঁকে অন্যরা বর্ণনা শিখিয়ে দিত বলে রিজালশাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে।

নবম বর্ণনা: কুরআন সৃষ্ট বলার সরাসরি অভিযোগ

٢٤١ -حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سُلَيْمٍ الْمُقْرِئِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ :أَلَا تَعْجَبُ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُولُ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، قُلْ لَهُ يَا كَافِرُ يَا زِنْدِيقُ.

সুফইয়ান আস-সাওরী থেকে বর্ণিত হয়েছে:

"আমি হাম্মাদকে বলতে শুনেছি:

'আবু হানীফার ব্যাপারে কি তোমরা বিস্মিত হচ্ছ না? সে নাকি বলে, কুরআন সৃষ্ট! তাকে বলো, হে কাফির! হে যিন্দীক!'"

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: ইসহাক ইবনে আবী ইয়াকুব আত-তূসীর জীবনী পাওয়া যায়নি। সুলাইম আল-মুকরী সম্পর্কে ইমাম উকাইলী বলেছেন, তিনি অপরিচিত এবং তাঁর হাদীস মুনকার। তবে ইমাম যাহাবী এ মূল্যায়নের প্রতিবাদ করে বলেছেন, বরং তিনি কিরাআতের একজন ইমাম এবং তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের।

লেখকের মন্তব্য

আমি বলি:

لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْلِيقٍ، هَذِهِ مِنَ الْأَكَاذِيبِ وَالْأَبَاطِيلِ وَالْأَسَاطِيرِ، لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.

‘‘এগুলোর ওপর আর মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই। এগুলো মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও কল্পকাহিনিমূলক বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।’’

ইমাম সুফইয়ান ইবনে সাঈদ আস-সাওরীর নামে বর্ণিত অভিযোগসমূহ

سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ

ইমাম সুফইয়ান ইবনে সাঈদ আস-সাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির নামে كِتَابُ السُّنَّةِ গ্রন্থে আরও কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

দশম বর্ণনা: ইমাম আবু হানীফাকে দুবার তাওবা করতে বলার অভিযোগ

٢٦٤ -حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ :مَا أُحِبُّ أَنْ أُوَافِقَهُمْ عَلَى الْحَقِّ.

শুআইব ইবনে হারব বলেন, আমি সুফইয়ান আস-সাওরীকে বলতে শুনেছি:

مَا أُحِبُّ أَنْ أُوَافِقَهُمْ عَلَى الْحَقِّ.

‘‘তাদের সঙ্গে সত্যের বিষয়েও একমত হতে আমার ভালো লাগে না।’’

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ বলেন:

قُلْتُ لِأَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ :يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ؟ قَالَ :نَعَمْ، رَجُلٌ اسْتُتِيبَ فِي الْإِسْلَامِ مَرَّتَيْنِ يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ.

‘‘আমি আমার পিতা ইমাম আহমদকে জিজ্ঞেস করলাম:

‘এখানে কি আবু হানীফাকে বোঝানো হয়েছে?’

তিনি বললেন:

‘হ্যাঁ। এমন একজন ব্যক্তি, যাকে ইসলামের বিষয়ে দুবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।’ অর্থাৎ আবু হানীফা।’’

قُلْتُ لِأَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ :كَأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ الْمُسْتَتِيبُ؟ قَالَ :نَعَمْ.

‘‘আমি আবার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম:

‘তাহলে কি আবু হানীফাকেই তাওবা করতে বলার ঘটনাটি বোঝানো হচ্ছে?’

তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’’’

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: তাহকীককারীর মূল্যায়ন অনুযায়ী এ বর্ণনার সনদ সহীহ।

একাদশ বর্ণনা: একটি কুরআনের আয়াত সম্পর্কে অভিযোগ

٢٦٥ -سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ :أَظُنُّ أَنَّهُ اسْتُتِيبَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾.

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি:

‘‘আমার ধারণা, ইমাম আবু হানীফাকে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে তাওবা করতে বলা হয়েছিল: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

‘তারা যা কিছু আরোপ করে, তা থেকে আপনার প্রতিপালক, মহাসম্মানের অধিকারী প্রতিপালক, সম্পূর্ণ পবিত্র।’’’ (সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১৮০)

এরপর বর্ণনায় বলা হয়েছে:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ :هَذَا مَخْلُوقٌ، فَقَالُوا لَهُ :هَذَا كُفْرٌ فَاسْتَتَابُوهُ.

‘‘আবু হানীফা নাকি বলেছিলেন, ‘এটি সৃষ্ট।’

তখন লোকেরা তাঁকে বলল, ‘এটি কুফর।’ ফলে তাঁকে তাওবা করতে বলা হয়।’’

লেখকের মন্তব্য: কেবল ধারণা বা অনুমানের ভিত্তিতে কোনো বিধান প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

দ্বাদশ বর্ণনা: দুবার তাওবা করতে বলার অভিযোগ

٢٦٦ -حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ :اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ.

মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল বলেন, আমি ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীকে বলতে শুনেছি:

اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ.

‘‘আবু হানীফাকে দুবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।’’

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল সত্যবাদী হলেও তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিল।

আমি বলি: ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী।

ত্রয়োদশ বর্ণনা: শিষ্যদের পক্ষ থেকে তাওবা করতে বলার অভিযোগ

٢٦٧ -حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : اسْتَتَابَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ أَبَا حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ.

ইমাম সুফইয়ান থেকে বর্ণিত হয়েছে:

اسْتَتَابَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ أَبَا حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ.

‘‘আবু হানীফার শিষ্যরা তাঁকে দুবার তাওবা করতে বলেছিলেন।’’

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: তাহকীককারীর মূল্যায়ন অনুযায়ী বর্ণনাটির সনদ সহীহ।

চতুর্দশ বর্ণনা: কুফর থেকে তাওবা করতে বলার অভিযোগ

٢٦٨ -حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ : اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْكُفْرِ مَرَّتَيْنِ.

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীর নামে বর্ণিত হয়েছে:

اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْكُفْرِ مَرَّتَيْنِ.

‘‘আবু হানীফাকে কুফর থেকে দুবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।’’

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: তাহকীককারীর বক্তব্য অনুযায়ী এ বর্ণনার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

পঞ্চদশ বর্ণনা: যিন্দীকদের বক্তব্য থেকে বারবার তাওবা করতে বলার অভিযোগ

٢٦٩ -حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، نَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ كَلَامِ الزَّنَادِقَةِ مِرَارًا.

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী থেকে বর্ণিত হয়েছে:

اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ كَلَامِ الزَّنَادِقَةِ مِرَارًا.

‘‘যিন্দীকদের কথাবার্তা বা মতবাদসংক্রান্ত বক্তব্যের কারণে আবু হানীফাকে একাধিকবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।’’

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: তাহকীককারীর মতে, বর্ণনাটির রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

ষোড়শ বর্ণনা: দুবার তাওবার অভিযোগ

٢٧٠ -حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَنِي أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ :اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ.

ইমাম সুফইয়ান থেকে বর্ণিত হয়েছে:

اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ.

‘‘আবু হানীফাকে দুবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।’’

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: হারূন ইবনে সুফইয়ানের জীবনী পাওয়া যায়নি বলে তাহকীককারী উল্লেখ করেছেন।

সপ্তদশ বর্ণনা: পুনরায় কুফর থেকে তাওবার অভিযোগ

٢٧١ -حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ سُمَيْعٍ الْأَشْجَعِيُّ، يُحَدِّثُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ :اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْكُفْرِ مَرَّتَيْنِ.

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীর নামে বর্ণিত হয়েছে:

‘‘আবু হানীফাকে কুফর থেকে দুবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।’’

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: ইবনে সুমাই‘ আল-আশজাঈর জীবনী পাওয়া যায়নি বলে তাহকীককারী উল্লেখ করেছেন।

অষ্টাদশ বর্ণনা: শিষ্যদের বিষয়ে অভিযোগ

٢٧٢ -حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، نَا مُعَاذٌ، نَا سُفْيَانُ، وَذَكَرَ أَبَا حَنِيفَةَ، قَالَ :اسْتُتِيبَ أَصْحَابُهُ مِنَ الْكُفْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ.

ইমাম সুফইয়ান থেকে বর্ণিত হয়েছে:

‘‘তাঁর শিষ্যদের একাধিকবার কুফর থেকে তাওবা করতে বলা হয়েছিল।’’

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: এ বর্ণনার সনদে মু‘আয নামে একজন রাবী রয়েছেন, যাঁর পরিচয় নির্ধারণ করা যায়নি।

ঊনবিংশ বর্ণনা: কূফাবাসীর জন্য ক্ষতিকর হওয়ার অভিযোগ

٢٧٨ -حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا الْأَصْمَعِيُّ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ :مَا وُلِدَ مَوْلُودٌ بِالْكُوفَةِ أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَضَرُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীর নামে বর্ণিত হয়েছে:

‘‘কূফায় কিংবা এ উম্মতের মধ্যে আবু হানীফার চেয়ে তাদের জন্য অধিক ক্ষতিকর কোনো ব্যক্তির জন্ম হয়নি।’’

এরপর বলা হয়েছে:

وَزَعَمَ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اسْتُتِيبَ مَرَّتَيْنِ.

‘‘সুফইয়ান আস-সাওরী আরও দাবি করেছেন যে, আবু হানীফাকে দুবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।’’

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: তাহকীককারীর মূল্যায়ন অনুযায়ী এ বর্ণনার সনদ হাসান।

লেখকের মন্তব্য: এ উম্মতে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কে সর্বাধিক ক্ষতিকর—এ ধরনের সার্বিক সিদ্ধান্ত এমন জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, যা ওহীর মাধ্যমেই জানা সম্ভব। অথচ এ সনদের কোনো ব্যক্তির কাছে এ বিষয়ে ওহী আসেনি।

বিংশ বর্ণনা: বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির বিষয়ে অভিযোগ

٢٨٠ -حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَسْوَدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ :وَذُكِرَ لَهُ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ سُفْيَانُ :غَيْرُ ثِقَةٍ وَلَا مَأْمُونٌ، اسْتُتِيبَ مَرَّتَيْنِ.

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীর কাছে আবু হানীফা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হলে তিনি নাকি বলেছিলেন:

غَيْرُ ثِقَةٍ وَلَا مَأْمُونٌ، اسْتُتِيبَ مَرَّتَيْنِ.

‘‘তিনি নির্ভরযোগ্য নন, আমানতদারও নন। তাঁকে দুবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।’’

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: এ বর্ণনার সনদে একজন অপরিচিত ব্যক্তি রয়েছেন।

একবিংশ বর্ণনা: পুনরায় বিশ্বস্ততা সম্পর্কে অভিযোগ

٢٨٦ -حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ أَبِي الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، ثَنَا مُؤَمَّلٌ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ :كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ غَيْرَ ثِقَةٍ وَلَا مَأْمُونٍ، اسْتُتِيبَ مَرَّتَيْنِ.

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীর নামে বর্ণিত হয়েছে:

‘‘আবু হানীফা নির্ভরযোগ্য ও আমানতদার ছিলেন না। তাঁকে দুবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।’’

সনদসংক্রান্ত মন্তব্য: এ বর্ণনার সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

আমি বলি: মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল সত্যবাদী হলেও তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিল। ইমাম বুখারীর মতে, তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী। [20]

৪. ইমাম উকাইলী (মৃত্যু ৩২২ হিজরী): আদ-দুআফাউল কাবীর গ্রন্থের বর্ণনা

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আমর আল-উকাইলী তাঁর الضُّعَفَاءُ الْكَبِيرُ (দুর্বল রাবীদের বৃহৎ জীবনীসংকলন) গ্রন্থে নিম্নোক্ত শিরোনামে আলোচনা করেছেন:

النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ أَبُو حَنِيفَةَ

"নু'মান ইবনে সাবিত আবু হানীফা।"

তিনি বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْقَطَّانُ قَالَ :حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ الْمُقْرِئُ، قَالَ :سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ :قَالَ لَنَا حَمَّادٌ :أَفِيكُمْ مَنْ يَأْتِي أَبَا حَنِيفَةَ؟ بَلِّغُوا عَنِّي أَبَا حَنِيفَةَ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُ، وَكَانَ يَقُولُ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ.

সুলাইম আল-মুকরী বলেন, আমি ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীকে বলতে শুনেছি:

"হাম্মাদ আমাদের বলেছিলেন:

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে আবু হানীফার কাছে যায়?

তোমরা আমার পক্ষ থেকে আবু হানীফাকে জানিয়ে দাও যে, আমি তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক থেকে মুক্ত।

কারণ তিনি নাকি বলতেন, কুরআন সৃষ্ট।'"

এরপর ইমাম উকাইলী বলেন:

ضِرَارٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ.

"দিরার নির্ভরযোগ্য রাবী নন।" [21]

এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম উকাইলী অভিযোগসংক্রান্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করার পাশাপাশি এর অন্যতম রাবী দিরার ইবনে সুরাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৫. ইমাম খতীব আল-বাগদাদী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী): অভিযোগ ও তার বিপরীত বর্ণনা

وَالْخَطِيبُ يُثْبِتُ وَيُنْكِرُ فَيَرُدُّ عَلَى نَفْسِهِ.

লেখকের বক্তব্য:

"ইমাম খতীব আল-বাগদাদী একদিকে অভিযোগটির সমর্থনে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে এর বিপরীত বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন। ফলে তাঁর নিজের সংকলিত বর্ণনাই অপর বর্ণনার প্রতিবাদ করছে।"

---

[20] প্রাগুক্ত, বর্ণনা নম্বর ২৮৬। মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল সম্পর্কে জারহ-তা'দীলের মন্তব্য।

[21] ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আমর আল-উকাইলী (মৃত্যু ৩২২ হিজরী), الضُّعَفَاءُ الْكَبِيرُ (দুর্বল রাবীদের বৃহৎ জীবনীসংকলন), النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ أَبُو حَنِيفَةَ শিরোনামের অধীন বর্ণনা।

এই অধ্যায়ের ১৯–২২ নম্বর বর্ণনা এবং পরবর্তী অধ্যায়ের ৯ নম্বর বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফাকে জাহম ইবনে সফওয়ানের মতবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
কিন্তু এসব বর্ণনার সনদ আপত্তি থেকে মুক্ত নয়।
অপরদিকে ইমাম খতীব আল-বাগদাদী নিজেই ২৩, ২৪ ও ৩১ নম্বর বর্ণনায় এমন কিছু বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, যা পূর্ববর্তী অভিযোগগুলোর বিপরীত।

প্রথম বর্ণনা: জাহমিয়্যা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য

٢٣ -أَخْبَرَنَا الْخَلَّالُ، أَخْبَرَنَا الْحَرِيرِيُّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَكْرَمٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ :قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ :صِنْفَانِ مِنْ شَرِّ النَّاسِ بِخُرَاسَانَ، الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُشَبِّهَةُ، وَرُبَّمَا قَالَ :وَالْمُقَاتِلِيَّةُ.

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, ইমাম আবু হানীফা বলেছেন:

صِنْفَانِ مِنْ شَرِّ النَّاسِ بِخُرَاسَانَ، الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُشَبِّهَةُ.

''খুরাসানে দুই শ্রেণির অত্যন্ত নিকৃষ্ট মতবাদপোষণকারী লোক রয়েছে—জাহমিয়্যা ও মুশাব্বিহা।''
অপর বর্ণনায় তিনি আরও একটি দলের কথা উল্লেখ করেছেন:

وَالْمُقَاتِلِيَّةُ.

''এবং মুকাতিলিয়্যা।''

দ্বিতীয় বর্ণনা: জাহম ইবনে সফওয়ান সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য

٢٤ -وَقَالَ النَّخَعِيُّ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ :جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ كَافِرٌ.

বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইমাম আবু হানীফাকে বলতে শুনেছি:

جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ كَافِرٌ.

''জাহম ইবনে সফওয়ান কাফির।''
এটি ইমাম আবু হানীফার নামে বর্ণিত একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিসম্পর্কিত কঠোর আকীদাগত মূল্যায়ন।

তৃতীয় বর্ণনা: 'কুরআন সৃষ্ট' মতবাদ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার প্রতিবাদ

٣١ -وَقَالَ النَّخَعِيُّ :حَدَّثَنَا نَجِيحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي ابْنُ كَرَامَةَ وَرَّاقُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ :قَدِمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ.

বর্ণনাকারী বলেন:
''ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক একবার ইমাম আবু হানীফার কাছে উপস্থিত হলেন।''
তখন ইমাম আবু হানীফা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন:

مَا هَذَا الَّذِي دَبَّ فِيكُمْ؟

‘‘তোমাদের মধ্যে নতুন করে এটি কী ছড়িয়ে পড়েছে?’’
ইমাম ইবনুল মুবারক বললেন:

رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جَهْمٌ.

‘‘জাহম নামে একজন ব্যক্তি রয়েছে।’’
ইমাম আবু হানীফা জিজ্ঞেস করলেন:

وَمَا يَقُولُ؟

‘‘সে কী বলে?’’
ইমাম ইবনুল মুবারক বললেন:

يَقُولُ :الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ.

‘‘সে বলে, কুরআন সৃষ্ট।’’
তখন ইমাম আবু হানীফা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন:

﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾

‘‘তাদের মুখ থেকে বের হওয়া কথাটি কতই না ভয়াবহ! তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।’’ (সূরা আল-কাহফ, ১৮:৫) [22]
এই বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফা ‘কুরআন সৃষ্ট’ মতবাদের প্রতি সমর্থন জানাননি; বরং উল্লিখিত কুরআনের আয়াত পাঠ করে তার প্রতিবাদ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

[22] ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আল-খতীব আল-বাগদাদী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী), تَارِيخُ بَغْدَادَ (বাগদাদের ইতিহাস), ইমাম আবু হানীফার জীবনী,

ইমাম আবু হানীফাকে তাওবা করতে বাধ্য করার অভিযোগ

مَسْأَلَةُ الِاسْتِتَابَةِ

ইমাম খতীব আল-বাগদাদীর তারীখু বাগদাদ গ্রন্থে ৪৯ থেকে ৬৫ নম্বর বর্ণনাগুলোতে দাবি করা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফাকে তাওবা করতে বলা হয়েছিল।
এসব বর্ণনার কোনো কোনোটি থেকে বোঝা যায় না যে, তাঁকে ঠিক কোন বিষয়ে তাওবা করতে বলা হয়েছিল। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাঁকে 'দাহর' বা কালসংক্রান্ত মতবাদ, যিন্দীকী কিংবা কুফর থেকে তাওবা করতে বলা হয়েছিল।

وَكُلُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَاهِيَةُ الْإِسْنَادِ، فَاسِدَةُ الْمَوْضُوعِ.

"এসব বর্ণনার সনদ অত্যন্ত দুর্বল এবং এগুলোর বিষয়বস্তুও ত্রুটিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন।"

১. ইমাম ইবনে আবদিল বারের বর্ণনা: বিচারকের পদ প্রত্যাখ্যানকে তাওবার ঘটনা হিসেবে প্রচার
ইমাম ইবনে আবদিল বার আল-মালিকী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী) বর্ণনা করেছেন:
حَدَّثَنَا حَكَمُ بْنُ مُنْذِرٍ، قَالَ :نَا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ :نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَسَدٍ الْفَقِيهُ، قَالَ :نَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، قَالَ :نَا أَبِي، قَالَ :نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، قَالَ: ضُرِبَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْقَضَاءِ فَلَمْ يَفْعَلْ، فَفَرِحَ بِذَلِكَ أَعْدَاؤُهُ وَقَالُوا :اسْتَتَابَهُ .

"ইমাম আবু হানীফাকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করার জন্য প্রহার করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি বিচারকের পদ গ্রহণ করেননি।
এ ঘটনায় তাঁর শত্রুরা আনন্দিত হলো এবং বলতে লাগল, 'তাঁকে তাওবা করতে বলা হয়েছিল।' [23]

২. ইমাম আল-খুরাইবীর প্রতিবাদ: এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা
ইমাম ইবনে আবদিল বার তাঁর الِانْتِقَاءُ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন:
قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ :وَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ :نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيَّ يَوْمًا، وَقِيلَ لَهُ :يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ مُعَاذًا يَرْوِي عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ.

"একদিন ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ আল-খুরাইবীর কাছে বলা হলো:
'হে আবু আবদির রহমান! মু'আয, ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হানীফাকে দুবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।'"
তখন ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ আল-খুরাইবী বললেন:

---

[23] ইমাম আবু উমর ইউসুফ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আবদিল বার আন-নামারী আল-কুরতুবী আল-মালিকী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী), الِانْتِقَاءُ فِي فَضَائِلِ الثَّلَاثَةِ الْأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ(তিন মহান ফকীহ ইমামের ফযীলতসংক্রান্ত নির্বাচিত আলোচনা), পৃষ্ঠা ১৫০।

هَذِهِ وَاللَّهِ كَذِبٌ.

‘‘আল্লাহর শপথ! এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।’’

তিনি আরও বলেন:

قَدْ كَانَ بِالْكُوفَةِ عَلِيٌّ وَالْحَسَنُ ابْنَا صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، وَهُمَا مِنَ الْوَرَعِ بِالْمَكَانِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يُفْتِي بِحَضْرَتِهِمَا، وَلَوْ كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ مَا رَضِيَا بِهِ، وَقَدْ كُنْتُ بِالْكُوفَةِ دَهْرًا فَمَا سَمِعْتُ بِهَذَا.

‘‘কূফায় সালিহ ইবনে হাইয়ের দুই পুত্র আলী ও হাসান বসবাস করতেন। তাঁরা পরহেযগারির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন; তাঁদের সমপর্যায়ের পরহেযগার ব্যক্তি পাওয়া কঠিন ছিল।

অথচ ইমাম আবু হানীফা তাঁদের উপস্থিতিতেই ফতোয়া প্রদান করতেন।

তাঁর মধ্যে যদি এ ধরনের কোনো বিষয় থাকত, তাহলে তাঁরা কখনো তা মেনে নিতেন না।

আমি নিজেও দীর্ঘকাল কূফায় বসবাস করেছি, কিন্তু এ ধরনের কোনো ঘটনার কথা কখনো শুনিনি।’’ [24]

৩. খারিজীদের হাতে ইমাম আবু হানীফার আটক হওয়ার ঘটনা

রুকনুদ্দীন আবুল ফযল আল-কিরমানী, ইমাম আবু বকর আতীক ইবনে দাউদ আল-ইয়ামানী থেকে বর্ণনা করেছেন:

একবার খারিজীরা কূফার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলে তারা ইমাম আবু হানীফাকে আটক করে।

তখন তাদের বলা হলো, ‘ইনি তাদের শায়খ।’

খারিজীরা নিজেদের মতবাদের বিরোধীদের কাফির বলে বিশ্বাস করত।

তারা ইমাম আবু হানীফাকে বলল:

تُبْ يَا شَيْخُ مِنَ الْكُفْرِ.

‘‘হে শায়খ! কুফর থেকে তাওবা করুন।’’

তখন ইমাম আবু হানীফা বললেন:

أَنَا تَائِبٌ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ كُفْرٍ.

‘‘আমি সকল প্রকার কুফর থেকে মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করছি।’’

এ কথা শুনে তারা তাঁকে ছেড়ে দিল।

কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পর তাদের কেউ কেউ বলল:

‘‘তিনি তো কুফর থেকে তাওবা করেছেন ঠিকই, কিন্তু এর দ্বারা তোমাদের বর্তমান মতবাদকেই কুফর হিসেবে উদ্দেশ্য করেছেন!’’

তখন তারা ইমাম আবু হানীফাকে আবার ফিরিয়ে আনল।

তাদের নেতা বলল:

يَا شَيْخُ، إِنَّمَا تُبْتَ مِنَ الْكُفْرِ وَتَعْنِي بِهِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ.

[24] প্রাগুক্ত

"হে শায়খ! আপনি কুফর থেকে তাওবা করেছেন, কিন্তু এর দ্বারা আমাদের অনুসৃত মতবাদকেই উদ্দেশ্য করেছেন!"

ইমাম আবু হানীফা জিজ্ঞেস করলেন:

أَبِظَنٍّ تَقُولُ هَذَا، أَمْ بِعِلْمٍ؟

"তুমি কি এ কথা অনুমানের ভিত্তিতে বলছ, নাকি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে?"

লোকটি বলল:

بَلْ بِظَنٍّ.

"বরং অনুমানের ভিত্তিতে।"

তখন ইমাম আবু হানীফা বললেন:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾.

"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বলেছেন:

'নিশ্চয়ই কোনো কোনো ধারণা পাপ।'" (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১২)

তিনি আরও বললেন:

وَهَذِهِ خَطِيئَةٌ مِنْكَ، وَكُلُّ خَطِيئَةٍ عِنْدَكَ كُفْرٌ، فَتُبْ أَنْتَ أَوَّلًا مِنَ الْكُفْرِ.

"এটি তোমার একটি পাপ। অথচ তোমার মতবাদ অনুযায়ী প্রত্যেক পাপই কুফর। সুতরাং আগে তুমি নিজেই কুফর থেকে তাওবা করো।"

তখন খারিজী নেতা বলল:

صَدَقْتَ، أَنَا تَائِبٌ مِنَ الْكُفْرِ، فَتُبْ أَنْتَ أَيْضًا مِنَ الْكُفْرِ.

"আপনি ঠিক বলেছেন। আমি কুফর থেকে তাওবা করছি। আপনিও আবার কুফর থেকে তাওবা করুন।"

ইমাম আবু হানীফা বললেন:

أَنَا تَائِبٌ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ كُفْرٍ.

"আমি সকল প্রকার কুফর থেকে মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করছি।"

অতঃপর তারা তাঁকে ছেড়ে দিল।

ঘটনাটির ব্যাখ্যা

এ কারণেই ইমাম আবু হানীফার বিরোধীরা প্রচার করতে থাকে:

اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْكُفْرِ مَرَّتَيْنِ.

"আবু হানীফাকে কুফর থেকে দুবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।"

এভাবে তারা প্রকৃত ঘটনা গোপন করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অথচ এখানে উদ্দেশ্য ছিল খারিজীদের পক্ষ থেকে তাঁকে দুবার তাওবা করতে বলা।

ইমাম আল-খাওয়ারিযমীও তাঁর جَامِعُ الْمَسَانِيدِ গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম হাফিয ইবনে আবদিল বার তাঁর الِانْتِقَاءُ গ্রন্থে তাওবা করানোর অভিযোগ সম্পর্কে এমন আলোচনা করেছেন, যা থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম আবু হানীফার বিরোধীরাই বিষয়টি মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপন করেছিল।

ইচ্ছা করলে পাঠক সেখানে বিষয়টি পর্যালোচনা করতে পারেন।

৪. ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীর সঙ্গে ইমাম আবু হানীফার সম্পর্ক

আমি বলি:

كِتَابُ السُّنَّةِ গ্রন্থে আপনারা দেখতে পাবেন, কুরআন সৃষ্ট হওয়ার মতবাদসংক্রান্ত অধিকাংশ অভিযোগ ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীর নামে বর্ণিত হয়েছে।

এবার তাঁর উস্তাদ ইমাম আবু হানীফার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা লক্ষ করুন।

প্রথম বর্ণনা: ইমাম আবু হানীফার তুলনাহীন মর্যাদা

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী (মৃত্যু ১৬১ হিজরী), যিনি ইমাম আবু হানীফার শিষ্যদের অন্যতম, বলেন:

مَا مَقَلَتْ عَيْنَايَ مِثْلَ أَبِي حَنِيفَةَ

"আমার দুই চোখ ইমাম আবু হানীফার মতো আর কাউকে দেখেনি।" [25]

দ্বিতীয় বর্ণনা: হাদীস ও ফিকহে ইমাম আবু হানীফার নির্ভরযোগ্যতা

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীর শিষ্য ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনকে জিজ্ঞেস করা হলো:

"ইমাম সুফইয়ান কি ইমাম আবু হানীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন?"

তিনি বললেন:

نَعَمْ، كَانَ ثِقَةً صَدُوقًا فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، مَأْمُونًا عَلَى دِينِ اللَّهِ.

"হ্যাঁ। তিনি হাদীস ও ফিকহের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী ছিলেন এবং মহান আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আমানতদার ছিলেন।" [26]

তৃতীয় বর্ণনা: ইমাম আবু হানীফার ইলম, হাদীস অনুসরণ ও পরহেযগারি

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী বলেন:

كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ شَدِيدَ الْأَخْذِ لِلْعِلْمِ، ذَابًّا عَنْ حَرَمِ اللَّهِ أَنْ تُسْتَحَلَّ، يَأْخُذُ بِمَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي كَانَ يَحْمِلُهَا الثِّقَاتُ، وَبِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَبِمَا أَدْرَكَ عَلَيْهِ عُلَمَاءَ الْكُوفَةِ.

"ইমাম আবু হানীফা ইলম অর্জন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। মহান আল্লাহর নির্ধারিত পবিত্র সীমারেখা লঙ্ঘিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতেন।

বিশ্বস্ত রাবীগণের মাধ্যমে তাঁর কাছে যেসব হাদীস সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হতো, তিনি সেগুলো অনুযায়ী আমল করতেন।

---

[25] ওয়াহবী সুলাইমান গাওজী, أَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ(আবু হানীফা আন-নু'মান), পৃষ্ঠা ৫–৬।

[26] ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আল-খতীব আল-বাগদাদী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী), تَارِيخُ مَدِينَةِ السَّلَامِ(মদীনাতুস সালাম তথা বাগদাদের ইতিহাস), খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৫৮১।

অনুরূপভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ আমল এবং কূফার আলিমগণকে যে আমলের ওপর পেয়েছিলেন, তা অনুসরণ করতেন।"

ইমাম সুফইয়ান আরও বলেন:

ثُمَّ شَنَّعَ عَلَيْهِ قَوْمٌ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَهُمْ.

"এরপরও কিছু লোক তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদের ও তাদের ক্ষমা করুন।"

ইমাম আদ-দূলাবী এ বর্ণনার সনদ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন:

نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ :نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ شَقِيقٍ أَبُو الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ

অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে হাম্মাদ ইবনুল মুবারক আল-হাশিমী থেকে আলী ইবনুল হাসান ইবনে আলী ইবনে শাকীক আল-মারওয়াযী বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু বকর থেকে, তিনি ইমাম ইবনুল মুবারক থেকে এবং তিনি ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী থেকে এ বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। [27]

৫. ইমাম আবু হানীফার ইজতিহাদী নীতি শুনে সুফইয়ান আস-সাওরীর প্রতিক্রিয়া

এক বর্ণনায় রয়েছে:

شَهِدْتُ الثَّوْرِيَّ وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ :مَا تَنْقِمُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ؟ قَالَ :وَمَالَهُ؟

"আমি একবার ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল:

'আপনি ইমাম আবু হানীফার কোন বিষয়টি অপছন্দ করেন?'

তিনি বললেন, 'তাঁর কী হয়েছে?'"

লোকটি বলল, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি:

آخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَمَا لَمْ أَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْآثَارِ الصِّحَاحِ عَنْهُ الَّتِي فَشَتْ فِي أَيْدِي الثِّقَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ.

"আমি প্রথমে মহান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করি।

সেখানে কোনো বিষয়ের সমাধান না পেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ এবং তাঁর থেকে বিশ্বস্ত রাবীগণের মাধ্যমে প্রচারিত সহীহ বর্ণনাসমূহ অনুসরণ করি।"

فَإِنْ لَمْ أَجِدْ، فَبِقَوْلِ أَصْحَابِهِ آخُذُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ.

27

- ইমাম ইবনে আবদিল বার আন-নামারী আল-কুরতুবী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী), الِانْتِقَاءُ فِي فَضَائِلِ الثَّلَاثَةِ الْأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ, পৃষ্ঠা ১৪২। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত। গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা: ১৭৫।
- ইবনে আবিল আওয়াম (মৃত্যু ৩৩৫ হিজরী), فَضَائِلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَخْبَارُهُ وَمَنَاقِبُهُ(ইমাম আবু হানীফার ফাদ্বাইল, জীবনচরিত ও মর্যাদা), পৃষ্ঠা ৯৯, বর্ণনা নম্বর ১৪৪।

‘‘সেখানেও সমাধান না পেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের বক্তব্য গ্রহণ করি। তাঁদের মধ্যে যাঁর মত গ্রহণ করতে চাই, তাঁর মত গ্রহণ করি।’’

وَأَمَّا إِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، فَأَجْتَهِدُ كَمَا اجْتَهَدُوا.

‘‘আর যখন বিষয়টি ইবরাহীম আন-নাখাঈ, ইমাম শা‘বী, হাসান বসরী এবং আতা প্রমুখ তাবিঈর মতামতের পর্যায়ে এসে পৌঁছে, তখন তাঁরা যেমন ইজতিহাদ করেছেন, আমিও তেমনি ইজতিহাদ করি।’’

এ কথা শুনে ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকলেন।

তারপর তিনি এমন কয়েকটি কথা বললেন, যা মজলিসে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি লিখে রাখলেন:

نَسْمَعُ الشَّدِيدَ مِنَ الْحَدِيثِ فَنَخَافُهُ، وَنَسْمَعُ اللَّيِّنَ فَنَرْجُوهُ، وَلَا نُحَاسِبُ الْأَحْيَاءَ، وَلَا نَقْضِي عَلَى الْأَمْوَاتِ، نُسَلِّمُ مَا سَمِعْنَا، وَنَكِلُ مَا لَمْ نَعْلَمْهُ إِلَى عَالِمِهِ، وَنَتَّهِمُ رَأْيَنَا لِرَأْيِهِمْ.

‘‘আমরা যখন হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী শুনি, তখন তা থেকে ভয় করি। আর যখন কোমল ও আশাব্যঞ্জক বাণী শুনি, তখন আল্লাহর অনুগ্রহের আশা করি।

আমরা জীবিত ব্যক্তিদের হিসাব গ্রহণ করি না এবং মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কেও চূড়ান্ত বিচার করি না।

যা আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে, তা গ্রহণ করি; আর যা আমাদের জানা নেই, তার জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে সমর্পণ করি।

তাঁদের মতামতের তুলনায় নিজেদের মতামত সম্পর্কেই আমরা অধিক সন্দেহ পোষণ করি।’’ [28]

৬. ইমাম আবু ইউসুফের বক্তব্য: সুফইয়ান আস-সাওরী আমার চেয়েও বেশি অনুসরণ করতেন

হাসান ইবনে আবী মালিক বলেন, আমি ইমাম আবু ইউসুফকে বলতে শুনেছি:

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَكْثَرُ مُتَابَعَةً لِأَبِي حَنِيفَةَ مِنِّي.

‘‘ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী আমার চেয়েও বেশি ইমাম আবু হানীফার মতামত অনুসরণ করতেন।’’ [29]

ইমাম ইবনে আবদিল বারও ইমাম তাহাবীর সূত্রে নিজ সনদে এ বক্তব্য বর্ণনা করেছেন:

---

[28] ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আয-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী), مَنَاقِبُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ(ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর দুই প্রধান শিষ্যের গুণাবলি ও মর্যাদা), পৃষ্ঠা ৩৩।

[29] ইবনে আবিল আওয়াম (মৃত্যু ৩৩৫ হিজরী), فَضَائِلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَخْبَارُهُ وَمَنَاقِبُهُ, পৃষ্ঠা ১০৫, বর্ণনা নম্বর ১৬২।

نَا أَبُو عَلِيٍّ الْأَسْيُوطِيُّ، قَالَ :نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ، قَالَ :نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ :نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي مَالِكٍ يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ :سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَكْثَرُ مُتَابَعَةً لِأَبِي حَنِيفَةَ مِنِّي.

অর্থাৎ আবু আলী আল-আসইয়ূতী থেকে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা, তাঁর থেকে আহমদ ইবনে আবী ইমরান, তাঁর থেকে মুহাম্মদ ইবনে শুজা‘, তাঁর থেকে হাসান ইবনে আবী মালিক এবং তাঁর থেকে ইমাম আবু ইউসুফ বর্ণনা করেছেন:

‘‘সুফইয়ান আস-সাওরী আমার চেয়েও অধিক পরিমাণে ইমাম আবু হানীফার মত অনুসরণ করতেন।’’ [30]

৭. ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে কটূক্তিকারীদের সম্পর্কে সুফইয়ান আস-সাওরীর বক্তব্য

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী বলেন:

مَنْ وَقَعَ فِي أَبِي حَنِيفَةَ فَاتَّهِمُوهُ.

‘‘যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে কটূক্তি করে, তোমরা তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখো।’’ [31]

৮. একটি জটিল মাসআলায় ইমাম আবু হানীফার ফতোয়াকে সুফইয়ান আস-সাওরীর সমর্থন

ইমাম ইবনে আবদিল বার নিজ সনদে হুসাইন ইবনে ওয়াকিদ থেকে বর্ণনা করেছেন:

وَقَعَتْ مَسْأَلَةٌ بِمَرْوَ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَجِئْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَسَأَلْتُ عَنْهَا سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ.

‘‘মারও শহরে একটি জটিল মাসআলা দেখা দিল। সেখানে এমন কাউকে পেলাম না, যিনি মাসআলাটির সমাধান জানেন।

তাই আমি ইরাকে এসে ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম।’’

فَقَالَ لِي :يَا حُسَيْنُ، لَا أَعْرِفُهَا، بَعْدَ أَنْ أَطْرَقَ سَاعَةً.

‘‘তিনি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চিন্তা করার পর বললেন:

‘হে হুসাইন! এ মাসআলার সমাধান আমার জানা নেই।’’’

আমি বললাম:

أَنْتَ تَقُولُ لَا أَعْرِفُهَا وَأَنْتَ إِمَامٌ؟

‘‘আপনি একজন মহান ইমাম হয়েও বলছেন, মাসআলাটি আপনার জানা নেই?’’

তিনি বললেন:

أَقُولُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَدْرِهِ فَقَالَ :لَا أَدْرِي.

---

[30] ইমাম ইবনে আবদিল বার আন-নামারী আল-কুরতুবী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী), الِانْتِقَاءُ فِي فَضَائِلِ الثَّلَاثَةِ الْأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ, পৃষ্ঠা ১২৮।

[31] আবুল হাসান আদ-দীনাওয়ারী (মৃত্যু ৪৬৮ হিজরী), مَنَاقِبُ أَبِي حَنِيفَةَ(ইমাম আবু হানীফার গুণাবলি ও মর্যাদা), পৃষ্ঠা ৮৯।

‘‘আমি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতোই বলছি। তাঁকে কোনো অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন, ‘আমি জানি না।’’’

হুসাইন ইবনে ওয়াকিদ বলেন:

فَأَتَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَأَفْتَانِي فِيهَا.

‘‘এরপর আমি ইমাম আবু হানীফার কাছে গিয়ে মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে তার ফতোয়া দিলেন।’’

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُفْيَانَ فَقَالَ :كَيْفَ قَالَ لَكَ فِيهَا؟ قُلْتُ :قَالَ فِيهَا كَذَا وَكَذَا.

‘‘আমি বিষয়টি ইমাম সুফইয়ানকে জানালাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘আবু হানীফা এ বিষয়ে তোমাকে কী বলেছেন?’

আমি তাঁর ফতোয়ার বিবরণ তুলে ধরলাম।’’

فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ :يَا حُسَيْنُ، هُوَ عَلَى مَا قَالَ لَكَ أَبُو حَنِيفَةَ.

‘‘তখন তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। এরপর বললেন:

‘হে হুসাইন! মাসআলাটির সমাধান আবু হানীফা তোমাকে যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই সঠিক।’[32]

৯. হজ্জের মাসআলায় ইমাম আবু হানীফার মত গ্রহণ

ইমাম ইবনে আবদিল বার নিজ সনদে আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ আল-হারমী থেকে বর্ণনা করেছেন:

كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْحَجِّ فَأَجَابَهُ.

‘‘আমি একবার ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে হজ্জের একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি তার উত্তর দিলেন।’’

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ :إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ فِيهَا كَذَا.

‘‘তখন লোকটি বলল, ‘এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা তো অন্যভাবে বলেছেন।’’

ইমাম সুফইয়ান বললেন:

هُوَ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

‘‘আবু হানীফা যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই সঠিক।’’ [33]

১০. ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীর পক্ষ থেকে ইমাম আবু হানীফাকে অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন

ইমাম আস-সাইমারী (মৃত্যু ৪৩৬ হিজরী) নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন:

---

[32] ইমাম ইবনে আবদিল বার আল-মালিকী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী), الِانْتِقَاءُ, পৃষ্ঠা ১২৭।

[33] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৭–১২৮।

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُعَدِّلُ، قَالَ :ثَنَا مَكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ :ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الدَّلَّالُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ :أَنْبَأَ ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ :حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّضْرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ:

আবু বকর ইবনে আইয়াশ বলেন:

مَاتَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو سُفْيَانَ، فَأَتَيْنَاهُ نُعَزِّيهِ، فَإِذَا الْمَجْلِسُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ.

‘‘ইমাম সুফইয়ানের ভাই উমর ইবনে সাঈদ মৃত্যুবরণ করলে আমরা তাঁকে সান্ত্বনা জানাতে গেলাম।

সেখানে গিয়ে দেখলাম, মজলিসটি লোকজনে পরিপূর্ণ। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসও ছিলেন।’’

إِذْ أَقْبَلَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي جَمَاعَةٍ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ سُفْيَانُ تَحَرَّكَ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ قَامَ فَاعْتَنَقَهُ وَأَجْلَسَهُ فِي مَوْضِعِهِ وَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

‘‘এমন সময় ইমাম আবু হানীফা একদল লোকসহ সেখানে উপস্থিত হলেন।

ইমাম সুফইয়ান তাঁকে দেখামাত্র নিজের আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন। তারপর উঠে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

অতঃপর ইমাম আবু হানীফাকে নিজের আসনে বসালেন এবং নিজে তাঁর সামনে বসে পড়লেন।’’

আবু বকর ইবনে আইয়াশ বলেন:

فَاغْتَظْتُ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ :وَيْحَكَ أَلَا تَرَى؟

‘‘এ ঘটনায় আমি তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হলাম।

ইবনে ইদরীসও বললেন, ‘আশ্চর্য! তুমি কি দেখছ না কী ঘটছে?’’’

তিনি আরও বলেন:

فَجَلَسْنَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ، وَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ :لَا تَقُمْ حَتَّى نَعْلَمَ مَا عِنْدَهُ فِي هَذَا.

‘‘আমরা লোকজন চলে যাওয়া পর্যন্ত সেখানে বসে রইলাম।

আমি আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসকে বললাম:

‘আমরা এ বিষয়ে সুফইয়ানের ব্যাখ্যা না জেনে এখান থেকে যাব না।’’’

এরপর আবু বকর ইবনে আইয়াশ বলেন:

قُلْتُ :يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ فَعَلْتَ شَيْئًا أَنْكَرْتُهُ وَأَنْكَرَهُ أَصْحَابُنَا عَلَيْكَ.

‘‘আমি বললাম:

‘হে আবু আবদিল্লাহ! আজ আপনাকে এমন একটি কাজ করতে দেখেছি, যা আমার এবং আমাদের সঙ্গীদের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে।’’’

ইমাম সুফইয়ান জিজ্ঞেস করলেন:

وَمَا هُوَ؟

‘‘কী সেই কাজ?’’

আমি বললাম:

جَاءَكَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقُمْتَ إِلَيْهِ وَأَجْلَسْتَهُ فِي مَجْلِسِكَ وَصَنَعْتَ بِهِ صَنِيعًا بَلِيغًا، وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا مُنْكَرٌ.

‘‘আবু হানীফা আপনার কাছে এলে আপনি তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন, তাঁকে নিজের আসনে বসালেন এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করলেন।
অথচ আমাদের সঙ্গীদের দৃষ্টিতে এ ধরনের আচরণ আপত্তিকর।’’
তখন ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী বললেন:

فَمَا أَنْكَرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ؟

‘‘এর মধ্যে তোমরা আপত্তিকর কী দেখলে?’’
এরপর তিনি বললেন:

هَذَا الرَّجُلُ مِنَ الْعِلْمِ بِمَكَانٍ، فَإِنْ لَمْ أَقُمْ لِعِلْمِهِ قُمْتُ لِسِنِّهِ، وَإِنْ لَمْ أَقُمْ لِسِنِّهِ قُمْتُ لِفِقْهِهِ، وَإِنْ لَمْ أَقُمْ لِفِقْهِهِ قُمْتُ لِوَرَعِهِ.

‘‘এই ব্যক্তি ইলমের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।
আমি যদি তাঁর ইলমের সম্মানে দাঁড়িয়ে না থাকি, তাহলে তাঁর বয়সের সম্মানে দাঁড়াব।
যদি তাঁর বয়সের সম্মানেও না দাঁড়াই, তাহলে তাঁর ফিকহী জ্ঞানের সম্মানে দাঁড়াব।
আর যদি তাঁর ফিকহী জ্ঞানের সম্মানেও না দাঁড়াই, তাহলে তাঁর পরহেযগারির সম্মানে অবশ্যই দাঁড়াব।’’
আবু বকর ইবনে আইয়াশ বলেন:

فَأَحْجَمَنِي، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدِي جَوَابٌ.

‘‘তাঁর এ বক্তব্য আমাকে সম্পূর্ণ নিরুত্তর করে দিল। তাঁর কথার কোনো জবাব আমার কাছে ছিল না।’’ [34]

[34] ইমাম আবু আবদিল্লাহ আল-হুসাইন ইবনে আলী আস-সাইমারী আল-হানাফী (মৃত্যু ৪৩৬ হিজরী), أَخْبَارُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ(ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যদের জীবনচরিত), পৃষ্ঠা ৮০–৮১।

ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে তাঁর উস্তাদ ইমাম হাম্মাদের সম্পর্ক এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত অপবাদের অসারতা

ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান কর্তৃক ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের অভিযোগ

কিছু লোক ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের নামে একটি মিথ্যা ঘটনা বর্ণনা করেছে যে, তিনি তাঁর শিষ্য ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। অথচ ইমাম আবু হানীফা তাঁর উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যে ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই শিক্ষার আসনে সমাসীন হন।

তাহলে তাঁর উস্তাদ কখন তাঁর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন?

এবার প্রকৃত ঘটনা ও ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ লক্ষ করুন।

১. ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (মৃত্যু ১২০ হিজরী)

ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান সম্পর্কে হানাফী মুহাদ্দিস ইমাম আস-সাইমারী (মৃত্যু ৪৩৬ হিজরী) শু‘বা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানকে বলতে শুনেছি:

كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ يُجَالِسُنَا بِالسَّمْتِ وَالْوَقَارِ وَالْوَرَعِ، وَكُنَّا نَغْذُوهُ بِالْعِلْمِ حَتَّى دَقَّقَ السُّؤَالَ فَخِفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ وَاللهِ حَسَنَ الْفَهْمِ جَيِّدَ الْحِفْظِ، حَتَّى شَنَّعُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ وَاللهِ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ، فَيَلْقَوْنَ غَدًا عِنْدَ اللهِ، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْعِلْمَ جَلِيسُ النُّعْمَانِ كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ النَّهَارَ لَهُ ضَوْءٌ يَجْلُو ظُلْمَةَ اللَّيْلِ.

‘‘ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত শিষ্টাচার, গাম্ভীর্য ও পরহেযগারির সঙ্গে আমাদের মজলিসে বসতেন। আমরা তাঁকে ইলম দ্বারা সমৃদ্ধ করতাম। একপর্যায়ে তিনি এত সূক্ষ্ম ও গভীর প্রশ্ন করতে শুরু করলেন যে, এ কারণে আমি তাঁর ব্যাপারে আশঙ্কা করতে লাগলাম।

আল্লাহর শপথ! তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রখর বোধশক্তি ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

অথচ কিছু লোক তাঁর বিরুদ্ধে এমন সব বিষয়ে অপপ্রচার চালিয়েছে, যেসব বিষয়ে আল্লাহর শপথ, তিনি তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। আগামীকাল তারা মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।

আর আমি যেমন নিশ্চিতভাবে জানি যে, দিনের আলো রাতের অন্ধকার দূর করে, ঠিক তেমনি নিশ্চিতভাবে জানি যে, ইলম নু'মানের নিত্যসঙ্গী।" [35]

অপর এক বর্ণনায় ইমাম হাম্মাদ বলেন:

ثُمَّ شُنِّعَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ.

"অতঃপর তাঁর বিরুদ্ধে এমন বিষয়ে অপপ্রচার চালানো হলো, যে বিষয়ে তিনি অপপ্রচারকারীদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন।" [36]

ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালামার বর্ণনা

ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালামা বলেন:

كُنْتُ آتِي حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ فَيَثْقُلُ عَلَيْهِ إِتْيَانِي، فَيَأْتِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَإِذَا رَآهُ قَالَ :قَدْ جَاءَ .

"আমি হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের কাছে যেতাম এবং তাঁকে সনদযুক্ত হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম। আমার এভাবে বারবার আসা তাঁর কাছে কিছুটা ভারী মনে হতো।
এরপর আবু হানীফা তাঁর কাছে আসতেন। তাঁকে দেখামাত্র তিনি বলতেন, 'সে এসে গেছে!'[37]

ইমাম ইবনে আবদিল বার কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা

ইমাম ইবনে আবদিল বার নিজ সনদে হাম্মাদ ইবনে আবী হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর পিতা ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে বলেন:

سَأَلَ أَبِي حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَأَجَابَهُ، فَجَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ يُنَازِعُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ حَتَّى سَكَتَ حَمَّادٌ، فَلَمَّا قَامَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ حَمَّادٌ :هَذَا مَعَ فِقْهِهِ يُحْيِي اللَّيْلَ وَيَقُومُهُ.

"আমার পিতা একবার হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানকে তালাকসংক্রান্ত একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তার উত্তর দেন। এরপর আবু হানীফা ওই মাসআলার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা ও যুক্তিতর্ক করতে থাকেন। একপর্যায়ে হাম্মাদ নীরব হয়ে যান।
অতঃপর আবু হানীফা যখন উঠে চলে যান, তখন হাম্মাদ বলেন:

---

[35] ইমাম আবু আবদিল্লাহ আল-হুসাইন ইবনে আলী আস-সাইমারী আল-হানাফী (মৃত্যু ৪৩৬ হিজরী), أَخْبَارُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ (ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যদের জীবনচরিত), পৃষ্ঠা ২৩।

[36] ইবনে আবিল আওয়াম, فَضَائِلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَخْبَارُهُ وَمَنَاقِبُهُ (ইমাম আবু হানীফার ফাদ্বাইল, জীবনচরিত ও মর্যাদা), পৃষ্ঠা ১৪৪, বর্ণনা নম্বর ২৪৯।

[37] ইবনে আবিল আওয়াম (মৃত্যু ৩৩৫ হিজরী), فَضَائِلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَخْبَارُهُ وَمَنَاقِبُهُ (ইমাম আবু হানীফার ফাদ্বাইল, জীবনচরিত ও মর্যাদা), পৃষ্ঠা ১০২, বর্ণনা নম্বর ১৫৩।

‘এই ব্যক্তি এত গভীর ফিকহী জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাত জেগে ইবাদত করেন এবং রাতের নামায আদায় করেন।’

অপর এক বর্ণনায় ইসমাঈল ইবনে হিশাম বলেন:

كُنْتُ عِنْدَ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فَأَقْبَلَ أَبُو حَنِيفَةَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ فِي مَسْأَلَةٍ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ حَمَّادٌ :هَذَا عَلَى مَا تَرَى مِنْهُ يَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ وَيُحْيِيهِ .

‘‘আমি একদিন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আবু হানীফা সেখানে এলেন। তিনি একটি মাসআলা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে থাকলেন। একপর্যায়ে আলোচনার তীব্রতায় হাম্মাদের মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল।

আবু হানীফা উঠে চলে গেলে হাম্মাদ বললেন:

‘তুমি তাঁর মধ্যে যা দেখলে, তার পাশাপাশি জেনে রেখো—এই ব্যক্তি সারা রাত নামায ও ইবাদতে অতিবাহিত করেন।’ [38]

এই বর্ণনাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম হাম্মাদ তাঁর শিষ্য আবু হানীফার গভীর ফিকহী জ্ঞান, অসাধারণ বোধশক্তি এবং রাতের ইবাদতের প্রশংসা করতেন।

২. ইমাম আবু হানীফার জবানিতে উস্তাদ হাম্মাদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সাহচর্যের বিবরণ

ইমাম যাহাবী তাঁর সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন:

وَأَخَذْتُ نَعْلِي، فَجَلَسْتُ إِلَى حَمَّادٍ، فَكُنْتُ أَسْمَعُ مَسَائِلَهُ، فَأَحْفَظُ قَوْلَهُ، ثُمَّ يُعِيدُهَا مِنَ الْغَدِ، فَأَحْفَظُهَا، وَيُخْطِئُ أَصْحَابُهُ .فَقَالَ :لَا يَجْلِسْ فِي صَدْرِ الْحَلْقَةِ بِحِذَائِي غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ.

‘‘আমি আমার জুতা হাতে নিয়ে ইমাম হাম্মাদের মজলিসে গিয়ে বসলাম। তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসআলা শুনতাম এবং তাঁর বক্তব্য মুখস্থ করে রাখতাম।

পরদিন তিনি সেসব মাসআলা আবার আলোচনা করতেন। আমি সেগুলো নির্ভুলভাবে স্মরণ করতে পারতাম, অথচ তাঁর অন্যান্য শিষ্য ভুল করতেন।

তখন তিনি বললেন:

‘আমার শিক্ষার মজলিসের সম্মুখভাগে, আমার বরাবর আবু হানীফা ছাড়া অন্য কেউ বসবে না।’

ইমাম আবু হানীফা আরও বলেন:

فَصَحِبْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ نَازَعَتْنِي نَفْسِي الطَّلَبَ لِلرِّئَاسَةِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْتَزِلَهُ وَأَجْلِسَ فِي حَلْقَةٍ لِنَفْسِي، فَخَرَجْتُ يَوْمًا بِالْعَشِيِّ وَعَزْمِي أَنْ أَفْعَلَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ، لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَعْتَزِلَهُ.

‘‘আমি তাঁর সাহচর্যে দশ বছর অতিবাহিত করলাম। এরপর আমার মনে নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগল। আমি ভাবলাম, তাঁর মজলিস থেকে পৃথক হয়ে নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র শিক্ষার মজলিস প্রতিষ্ঠা করব।

---

[38] ইমাম আবু উমর ইউসুফ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আবদিল বার আল-মালিকী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী), الِانْتِقَاءُ فِي فَضَائِلِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْفُقَهَاءِ (তিন মহান ফকীহ ইমামের ফযীলতবিষয়ক নির্বাচিত আলোচনা), পৃষ্ঠা ১২৪–১২৫।

একদিন বিকেলে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংকল্প নিয়ে বের হলাম। কিন্তু যখন তাঁকে দেখলাম, তখন তাঁর কাছ থেকে পৃথক হতে আমার মন সায় দিল না।"

এরপর তিনি বলেন:

فَجَاءَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ نَعْيُ قَرَابَةٍ لَهُ قَدْ مَاتَ بِالْبَصْرَةِ، وَتَرَكَ مَالًا، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِسَ مَكَانَهُ.

"সেই রাতেই তাঁর কাছে সংবাদ এল যে, বসরায় তাঁর এক আত্মীয় মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি কিছু সম্পদ রেখে গেছেন এবং হাম্মাদ ছাড়া তাঁর আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, যেন তাঁর অনুপস্থিতিতে আমি তাঁর আসনে বসি।"

ইমাম আবু হানীফা বলেন:

فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ خَرَجَ حَتَّى وَرَدَتْ عَلَيَّ مَسَائِلُ لَمْ أَسْمَعْهَا مِنْهُ، فَكُنْتُ أُجِيبُ وَأَكْتُبُ جَوَابِي.

"তিনি চলে যাওয়ার পরপরই আমার কাছে এমন সব মাসআলা আসতে লাগল, যেগুলো সম্পর্কে ইতিপূর্বে তাঁর কাছ থেকে কোনো আলোচনা শুনিনি। আমি সেসব মাসআলার উত্তর দিতাম এবং নিজের উত্তরগুলো লিখে রাখতাম।"

তিনি আরও বলেন:

فَغَابَ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ .فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلَ، وَكَانَتْ نَحْوًا مِنْ سِتِّينَ مَسْأَلَةً، فَوَافَقَنِي فِي أَرْبَعِينَ، وَخَالَفَنِي فِي عِشْرِينَ، فَآلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا أُفَارِقَهُ حَتَّى يَمُوتَ.

"তিনি দুই মাস অনুপস্থিত থাকার পর ফিরে এলেন। তখন আমি তাঁর কাছে সেসব মাসআলা উপস্থাপন করলাম। সেগুলোর সংখ্যা ছিল প্রায় ষাটটি।

তিনি চল্লিশটি মাসআলায় আমার সঙ্গে একমত হলেন এবং বিশটি মাসআলায় দ্বিমত পোষণ করলেন।

তখন আমি নিজের কাছে দৃঢ় অঙ্গীকার করলাম:

'তিনি মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত আমি আর কখনো তাঁর সাহচর্য ত্যাগ করব না।'

ইমাম আবু হানীফার আঠারো বছরের সাহচর্য

ইমাম আহমদ ইবনে আবদিল্লাহ আল-ইজলী বলেন, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা বলেছেন:

قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ، فَظَنَنْتُ أَنِّي لَا أُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَجَبْتُ فِيهِ، فَسَأَلُونِي عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا جَوَابٌ، فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا أُفَارِقَ حَمَّادًا حَتَّى يَمُوتَ، فَصَحِبْتُهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً.

"আমি একবার বসরায় গমন করলাম। তখন আমার ধারণা ছিল, আমাকে যে বিষয়েই প্রশ্ন করা হোক না কেন, আমি তার উত্তর দিতে সক্ষম হব।

কিন্তু সেখানকার লোকেরা আমাকে এমন কিছু প্রশ্ন করল, যেগুলোর উত্তর আমার জানা ছিল না।

তখন আমি নিজের কাছে অঙ্গীকার করলাম যে, হাম্মাদ মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত আমি তাঁর সাহচর্য ত্যাগ করব না।

এভাবে আমি আঠারো বছর তাঁর সাহচর্যে অতিবাহিত করেছি।"

আমি বলি:

ইমাম খতীব আল-বাগদাদী এ বর্ণনাটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদ হলো:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ الْأَنْدَلُسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ :قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ...

অর্থাৎ আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদিল ওয়াহিদ আমাদের সংবাদ দিয়েছেন; তিনি বলেন, ওয়ালীদ ইবনে বকর আল-আন্দালুসী আমাদের বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, আলী ইবনে আহমদ ইবনে যাকারিয়্যা আল-হাশিমী আমাদের বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, আবু মুসলিম সালিহ ইবনে আহমদ ইবনে আবদিল্লাহ আল-ইজলী আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, "আমি বসরায় গমন করলাম...।"

৩. ইমাম হাম্মাদের মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষার আসনে ইমাম আবু হানীফার অধিষ্ঠান

ইমাম আস-সাইমারী (মৃত্যু ৪৩৬ হিজরী) তাঁর أَخْبَارُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ গ্রন্থে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন:

ابْتِدَاءُ جُلُوسِهِ لِلْفُتْيَا وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ

"ইমাম আবু হানীফার ফতোয়া প্রদানের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সূচনা এবং তার পটভূমি।"

তিনি বর্ণনা করেন:

আবু হাফস উমর ইবনে ইবরাহীম আল-মুকরী আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, মুকরাম ইবনে আহমদ আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইবনে মাগলাস আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইবনে আবিস আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হাম্মাদ ইবনে সালামাকে বলতে শুনেছি:

كَانَ مُفْتِي الْكُوفَةِ وَالْمَنْظُورُ إِلَيْهِ فِي الْفِقْهِ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، فَكَانَ النَّاسُ بِهِ أَغْنِيَاءَ.

"ইবরাহীম আন-নাখাঈর মৃত্যুর পর কূফার মুফতী এবং ফিকহের ক্ষেত্রে সবার শ্রদ্ধা ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান। তাঁর উপস্থিতির কারণে মানুষের ফিকহী প্রয়োজনগুলো পূরণ হয়ে যেত।"

فَلَمَّا مَاتَ احْتَاجُوا إِلَى مَنْ يَجْلِسُ لَهُمْ، وَخَافَ أَصْحَابُهُ أَنْ يَمُوتَ ذِكْرُهُ وَيَنْدَرِسَ الْعِلْمُ.

"কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করার পর মানুষ এমন একজন আলিমের প্রয়োজন অনুভব করল, যিনি তাঁর স্থানে বসে তাদের দ্বীনী মাসআলার সমাধান দেবেন।

তাঁর শিষ্যরা আশঙ্কা করলেন, এভাবে চলতে থাকলে তাঁর স্মৃতি ও শিক্ষার ধারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং ইলমের চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়বে।"

وَكَانَ لِحَمَّادٍ ابْنٌ حَسَنُ الْمَعْرِفَةِ فَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ، فَجَاءَهُ أَصْحَابُ أَبِيهِ أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ وَأَبُو بُرْدَةَ الْعُتْبِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ وَغَيْرُهُمْ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ.

"হাম্মাদের একজন পুত্র ছিলেন, যিনি ভালো জ্ঞান রাখতেন। প্রথমে সবাই তাঁকেই তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত করার বিষয়ে একমত হলেন।

এরপর তাঁর পিতার শিষ্যদের মধ্যে আবু বকর আন-নাহশালী, আবু বুরদা আল-উতবী, মুহাম্মদ ইবনে জাবির আল-হানাফী এবং অন্যরা তাঁর কাছে যাতায়াত শুরু করলেন।"

فَكَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ النَّحْوُ وَكَلَامُ الْعَرَبِ فَلَمْ يَصْبِرْ لَهُمْ عَلَى الْقُعُودِ.

"কিন্তু তাঁর প্রধান আগ্রহ ছিল আরবি ব্যাকরণ ও আরবি ভাষা-সাহিত্যের প্রতি। ফলে তিনি তাঁদের জন্য নিয়মিত ফিকহের মজলিস পরিচালনায় ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেন না।"

এরপর বর্ণনাকারী বলেন:

فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ فَسَأَلُوهُ فَأَبَى، فَسَأَلُوا أَبَا بُرْدَةَ فَأَبَى.

"এরপর তাঁরা আবু বকর আন-নাহশালীকে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন।

তারপর আবু বুরদাকে অনুরোধ করলেন। তিনিও অস্বীকৃতি জানালেন।"

অবশেষে তাঁরা ইমাম আবু হানীফার কাছে গেলেন।

فَقَالُوا لِأَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ :مَا أُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ الْعِلْمُ، فَسَاعَدَهُمْ وَجَلَسَ لَهُمْ.

"তাঁরা আবু হানীফাকে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানালেন।

তখন তিনি বললেন:

'আমি চাই না যে, ইলমের এ ধারা বিলুপ্ত হয়ে যাক।'

অতঃপর তিনি তাঁদের অনুরোধে সম্মত হলেন এবং তাঁদের জন্য শিক্ষাদান ও ফতোয়া প্রদানের আসনে সমাসীন হলেন।"

فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ اخْتَلَفَ إِلَيْهِ بَعْدَهُمْ أَبُو يُوسُفَ وَأَسَدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ وَالْوَلِيدُ وَرِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ.

"তখন তাঁরা নিয়মিত তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতে লাগলেন।

পরবর্তী সময়ে ইমাম আবু ইউসুফ, আসাদ ইবনে আমর, কাসিম ইবনে মাঈন, যুফার ইবনে হুযাইল, ওয়ালীদ এবং কূফার আরও অনেক আলিম ও শিক্ষার্থী তাঁর মজলিসে নিয়মিত আসতে লাগলেন।"

فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّينِ، وَكَانَ شَدِيدَ الْبِرِّ بِهِمْ وَالتَّعَاهُدِ.

"ইমাম আবু হানীফা তাঁদের দ্বীনের গভীর জ্ঞান তথা ফিকহ শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও কল্যাণকামী ছিলেন এবং তাঁদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন।"

وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَشَرِيكٌ وَسُفْيَانُ يُخَالِفُونَهُ وَيَطْلُبُونَ شَيْنَهُ.

"অন্যদিকে ইবনে আবী লাইলা, ইবনে শুবরুমা, ইমাম শুরাইক এবং সুফইয়ান তাঁর সঙ্গে মতভিন্নতা পোষণ করতেন এবং তাঁর ত্রুটি অনুসন্ধান করতেন।"

فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتَحْكَمَ أَمْرُهُ وَاحْتَاجَ إِلَيْهِ الْأُمَرَاءُ وَذَكَرَهُ الْخُلَفَاءُ.

"এভাবে তাঁর শিক্ষাদান ও ফিকহী কার্যক্রম চলতে থাকল। একপর্যায়ে তাঁর অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। শাসকরাও তাঁর জ্ঞান ও পরামর্শের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লেন এবং খলীফাগণও তাঁর আলোচনা করতে লাগলেন।"
— أَخْبَارُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ, পৃষ্ঠা ২১।
এ অধ্যায়ে আরও একাধিক বর্ণনা রয়েছে।

৪. ইমাম যাহাবীর দৃষ্টিতে কূফার ফিকহী জ্ঞানধারায় ইমাম আবু হানীফার অবস্থান
ইমাম যাহাবী তাঁর سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ গ্রন্থে ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের জীবনীতে বলেন:
فَأَفْقَهُ أَهْلِ الْكُوفَةِ :عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِهِمَا :عَلْقَمَةُ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِهِ :إِبْرَاهِيمُ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ :حَمَّادٌ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِ حَمَّادٍ :أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِهِ :أَبُو يُوسُفَ.
"কূফাবাসীর মধ্যে ফিকহী জ্ঞানে সর্বাধিক পারদর্শী ছিলেন হযরত আলী ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।
তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে ফিকহে সর্বাধিক পারদর্শী ছিলেন আলকামা।
আলকামার শিষ্যদের মধ্যে সর্বাধিক ফকীহ ছিলেন ইবরাহীম আন-নাখাঈ।
ইবরাহীম আন-নাখাঈর শিষ্যদের মধ্যে সর্বাধিক ফকীহ ছিলেন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান।
আর হাম্মাদের শিষ্যদের মধ্যে সর্বাধিক ফকীহ ছিলেন ইমাম আবু হানীফা।
ইমাম আবু হানীফার শিষ্যদের মধ্যে সর্বাধিক ফকীহ ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ।"

ইমাম যাহাবী আরও বলেন:
وَانْتَشَرَ أَصْحَابُ أَبِي يُوسُفَ فِي الْآفَاقِ، وَأَفْقَهُهُمْ :مُحَمَّدٌ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ :أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى.
"ইমাম আবু ইউসুফের শিষ্যরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে ফিকহে সর্বাধিক পারদর্শী ছিলেন ইমাম মুহাম্মদ।
আর ইমাম মুহাম্মদের শিষ্যদের মধ্যে সর্বাধিক ফকীহ ছিলেন আবু আবদিল্লাহ ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি।
মহান আল্লাহ তাঁদের সবার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।"

৫. লেখকের মন্তব্য
আমি বলি:
فَصَحِبَ أَبُو حَنِيفَةَ شَيْخَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ ثُمَّ جَلَسَ مَجْلِسَهُ، وَكَفَى.
"সুতরাং ইমাম আবু হানীফা তাঁর উস্তাদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। এরপর তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই শিক্ষার আসনে সমাসীন হন। এ প্রমাণই যথেষ্ট।"

আমি আমার রচিত الْخُطْبَةُ الْحَنَفِيَّةُ গ্রন্থে লিখেছি:

إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ إِمَامُ الْأَئِمَّةِ، وَبِشَارَةٌ لِشَفِيعِ الْأُمَّةِ، وَمُعْجِزَةٌ لِكَاشِفِ الْغُمَّةِ، ظَلَمَهُ التَّارِيخُ وَبَعْضُ ذَوِي الْمَوَاهِبِ، وَأَنْصَفَهُ فَرَفَعَهُ رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ.

‘‘নিশ্চয়ই ইমাম আবু হানীফা ইমামগণের ইমাম, উম্মতের শাফী ﷺ-এর সুসংবাদ এবং দুঃখ-দুর্দশা দূরকারী মহানবী ﷺ-এর মু‘জিযার নিদর্শন।

ইতিহাস এবং কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন। কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সুবিচার করেছেন এবং তাঁকে মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করেছেন।’’

تَعْقِيبٌ عَامٌّ عَلَى مَا نُسِبَ إِلَى الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَسْأَلَةِ خَلْقِ الْقُرْآنِ

কুরআন সৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার প্রতি আরোপিত অভিযোগ সম্পর্কে সামগ্রিক মন্তব্য

উপর্যুক্ত বর্ণনা, প্রতিবাদ এবং রাবীসমালোচনার আলোচনা থেকে একটি মৌলিক বিষয় স্পষ্ট হয়: কোনো অভিযোগ ইতিহাসের গ্রন্থে স্থান পাওয়া আর তা নির্ভরযোগ্য প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এক কথা নয়।

একইভাবে একাধিক গ্রন্থে কোনো বক্তব্য উদ্ধৃত হওয়া মানেই তার পক্ষে একাধিক স্বতন্ত্র ও বিশুদ্ধ প্রমাণ থাকা নয়। সনদগুলোর উৎস, পারস্পরিক নির্ভরতা, বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং বক্তব্যের যথার্থ অর্থ বিচার করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো একজন প্রসিদ্ধ ইমামের আকীদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ সতর্কতা আরও জরুরি। তাঁর প্রতি আরোপিত কোনো বক্তব্যকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মত হিসেবে গ্রহণ করতে হলে সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রয়োজন। বিরোধপূর্ণ ঐতিহাসিক বর্ণনা কিংবা প্রসঙ্গবিচ্ছিন্ন নিন্দাবাক্য দিয়ে এমন গুরুতর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

এ আলোচনায় তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফের প্রতিবাদ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আবু হানীফা কি কুরআনকে সৃষ্ট বলতেন? উদ্ধৃত বর্ণনায় তাঁর উত্তর এসেছে:

مَعَاذَ اللَّهِ، وَلَا أَنَا أَقُولُهُ.

‘‘আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি! আমিও এমন কথা বলি না।’’ [39]

নিজ শিক্ষকের আকীদা সম্পর্কে দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত শিষ্যের এমন প্রত্যাখ্যানকে উপেক্ষা করে কেবল অভিযোগমূলক বর্ণনা গ্রহণ করা ভারসাম্যপূর্ণ গবেষণাপদ্ধতি নয়। তবে অভিযোগের বর্ণনার মতো প্রতিবাদমূলক বর্ণনার সনদও একই মানদণ্ডে পরীক্ষা করতে হবে। ইমামের মর্যাদা রক্ষার গবেষণাও প্রমাণের শৃঙ্খলা মেনেই অধিক শক্তিশালী হয়।

এখানে আরও কয়েকটি পার্থক্য মনে রাখা প্রয়োজন। ‘তাঁকে তাওবা করতে বলা হয়েছিল’—এমন বর্ণনা পাওয়া, কী বিষয়ে তাওবা চাওয়া হয়েছিল তা নির্ধারিত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হওয়া—তিনটি পৃথক বিষয়। একটি অস্পষ্ট বর্ণনাকে ব্যাখ্যা ছাড়া ‘কুরআন সৃষ্ট বলার স্বীকারোক্তি’ হিসেবে ব্যবহার করা যথার্থ নয়। আবার কোনো বক্তব্যের সম্বন্ধই প্রমাণিত না হলে, তা থেকে ‘পরে তিনি ফিরে এসেছিলেন’—এ সিদ্ধান্তেও তাড়াহুড়া করা চলে না।

---

[39] ইমাম আল-বায়হাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বর্ণনা নং ৫৫০; সরবরাহকৃত উদ্ধৃতি অনুযায়ী। বায়হাকী এ বর্ণনার রাবীদের সম্পর্কে বলেছেন: رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ — ‘‘এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।’’

অন্যদিকে কোনো মুহাদ্দিস অভিযোগসংক্রান্ত বর্ণনা সংকলন করেছেন বলে তাঁকেই অভিযোগটির উদ্ভাবক কিংবা জেনেশুনে মিথ্যা প্রচারকারী বলা যাবে না। বর্ণনা সংকলন, বর্ণনার বিশুদ্ধতা ঘোষণা এবং তার বিষয়বস্তু নিজের বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ—এগুলোও পৃথক কাজ। প্রত্যেক সংকলকের বক্তব্য ও পদ্ধতি আলাদাভাবে বিচার করতে হবে।

একই কারণে একটি দুর্বল কিংবা অভিযুক্ত রাবীর উপস্থিতি দিয়ে সংশ্লিষ্ট বর্ণনাপথের দুর্বলতা দেখানো গেলেও, শুধু তা থেকেই অভিযোগটির প্রথম উদ্ভাবক কে—সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না। এর জন্য পৃথক ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োজন। এ পার্থক্য বজায় রাখলে প্রতিবাদটি আবেগনির্ভর অভিযোগের পরিবর্তে সুসংহত গবেষণায় পরিণত হবে।

এই পর্যালোচনার ভিত্তিতে যথাযথ বক্তব্য হবে: এখানে উপস্থাপিত অভিযোগমূলক বর্ণনাগুলোকে বিনা যাচাইয়ে ইমাম আবু হানীফার প্রতিষ্ঠিত আকীদা হিসেবে প্রচার করা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর প্রতি এ মতের সম্বন্ধ বিচার করতে অভিযোগ ও প্রতিবাদ—উভয় ধারার বর্ণনাই পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। আর বিতর্কিত সম্বন্ধের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর অনুসারীদের ঈমান ও দ্বীনদারি সম্পর্কে বিরূপ রায় দেওয়া আরও গুরুতর অবিচার।

ইমাম আবু হানীফার সম্মান রক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী পথ হলো তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত বক্তব্যের সনদ ও অর্থ পরীক্ষা করা, তাঁর নিজের এবং তাঁর নির্ভরযোগ্য শিষ্যদের বক্তব্য সামনে আনা এবং যেখানে প্রমাণ অসম্পূর্ণ, সেখানে সিদ্ধান্তের সীমা স্বীকার করা। এতে তাঁর মর্যাদাও রক্ষিত হয়, মুহাদ্দিসদের অবদানও যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয় এবং পাঠক অভিযোগের পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করতে শেখেন।